চট্টলশিখা

অভিষেক সংখ্যা

অভিষেক

২০২৬-২০২৭

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

চট্টল শিখা

অভিষেক সংখ্যা

অভিষেক

২০২৬-২০২৭

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

অভিষেক সংখ্যা

চট্টলশিখা'র ৮৯তম প্রকাশনা
প্রকাশকাল : ২৬ এপ্রিল, ২০২৬

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক
ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন

যুগ্ম আহ্বায়ক
মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী মুকুল

সম্পাদক
পারভেজ মোঃ চৌধুরী

সদস্য
মোহাম্মদ সোহেল আরিফ
এডভোকেট মোঃ ইকবাল হোসেন
মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন
জাফর আহমদ
মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
রশীদ এনাম
মুজিবুর রহমান

প্রকাশনায় :
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা
চট্টগ্রাম ভবন
৩২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৪১০৫২২৪৭-৮
ইমেইল : ctgsamitydhaka@gmail.com
ctgsamitydhaka@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.ctgsamitydhaka.org

ডিজাইন এবং মুদ্রণ
দি পিগমেন্ট
৩৭/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা
০১৩১২৫৪০৬৬২, ০১৮১৭৫৪০৬৬২

সূচীপত্র

বিবরণ		পৃষ্ঠা
বাণী ঃ	প্রধান অতিথি	০৪
শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ	চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা পরিষদ	০৫
শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ	চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড	০৬
শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ	চেয়ারম্যান, হাসপাতাল কমিটি	০৭
বিদায়ী সভাপতি কিছু কথা ঃ	আহ্বায়ক, অভিষেক উপপরিষদ ২০২৬-২০২৭	০৮
সভাপতির বক্তব্য ঃ	সভাপতি, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা	০৯
আপনাদের ভালোবাসাই আমার পথচলা ঃ	সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা	১০
সদস্য-সচিবের দুটি কথা ঃ	সদস্য-সচিব, অভিষেক উপপরিষদ ২০২৬-২০২৭	১১
আহ্বায়কের বক্তব্য ঃ	আহ্বায়ক, স্মরণিকা উপ-পরিষদ	১২
সম্পাদকীয় ঃ	সদস্য সচিব, স্মরণিকা উপ-পরিষদ	১৩
পরিচিতি ঃ	নির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২০২৭) নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ	১৪-১৮
পরিচিতি ঃ	উপদেষ্টা পরিষদ এর সদস্যবৃন্দ	১৯-২০
পরিচিতি ঃ	ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যবৃন্দ	২১
পরিচিতি ঃ	হাসপাতাল কমিটি এর সদস্যবৃন্দ	২২-২৩
নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭ নির্বাচন ঃ	নির্বাচন কমিশন এর সদস্যবৃন্দ	২৪
আমরা যাঁদের হারিয়েছি ঃ	সমিতি যে সকল নেতৃবৃন্দ ও জীবন সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন	২৫-২৬
বিভিন্ন উপ-পরিষদ ঃ	অভিষেক ২০২৬-২০২৭ উপলক্ষে গঠিত বিভিন্ন উপপরিষদ	২৭-২৯
আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম ঃ	আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম - ২০২৫-২০২৬	৩০-৩৮
সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমিতির কার্যক্রম ঃ	সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমিতির কার্যক্রম - ২০২৬	৩৯-৪০
চট্টগ্রাম ভাবনা ঃ	বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন ও বৈশ্বিক সম্ভাবনার দিগন্ত - অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও সাদিদ রেজা চৌধুরী	৪১-৪৬
অধরা চট্টগ্রাম উৎসব ঃ	একটি বিস্মৃত স্মৃতি- মিনার মনসুর	৪৭-৪৮
চট্টগ্রামে সদঅর/সওদাগর/সদাগর ঃ	চট্টগ্রামে সদঅর/সওদাগর/সদাগর প্রথার উৎপত্তি ইতিহাস- রশীদ এনাম	৪৯-৫১
নীতি কবিতা ঃ	কাক-কোকিলের গল্প- বিমল গুহ	৫২-৫৪
কবিতা ঃ	আইনের হাতে খড়ি- এডভোকেট সৈয়দ ইরফান	৫৫
বিজ্ঞাপন ঃ		

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
ও
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি সমিতির সকল জীবন সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং ঢাকায় বসবাসরত চট্টগ্রামবাসীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ঐতিহ্য ও ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন বীরত্ব গাথায় সমগ্র বাংলাদেশে চট্টগ্রাম সর্বাগ্রে। বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চট্টগ্রামের অবদান অবিস্মরণীয়। 'চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা' দীর্ঘ সময় ধরে রাজধানীর বুকে চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানব সেবায় এই সমিতির বহুমুখী কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের সুবাদে চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন অটুট রাখতে আপনাদের মতো ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে, ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজেও আপনাদের সচেতনতা ও সহযোগিতা কামনা করি। আমি বিশ্বাস করি, নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ তাঁদের মেধা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে সমিতির সেবামূলক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবেন এবং একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।

আমি নবনির্বাচিত কমিটির সকল কর্মকর্তার উত্তরোত্তর মঙ্গল এবং অভিষেক অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, এমপি

শুভেচ্ছা বক্তব্য

চেয়ারম্যান
উপদেষ্টা পরিষদ
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকার ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের জন্য নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

"জাতীয় সমৃদ্ধির স্বার্থে বৃহত্তর চট্টগ্রামের উন্নয়ন অপরিহার্য"- এই চেতনাকে ধারণ করে ঢাকায় বসবাসরত বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কল্যাণ সাধন এবং বৃহত্তর চট্টগ্রামের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ পূর্ববর্তী পরিষদের অসমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করবেন এবং সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সমৃদ্ধ করবেন। এ ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ সর্বদা কার্যনির্বাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করে যাবে।

নবঅভিষিক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করায় নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সময়ের প্রয়োজনে সমিতির কার্যপরিধি ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। আমি আশাবাদী যে, ঢাকায় বসবাসরত চট্টগ্রামবাসী দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি চট্টগ্রামের অবস্থানরত অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্যও নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ আন্তরিকতা, দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করবেন।

আমি নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য এবং সমিতির জীবন সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী

শুভেচ্ছা বক্তব্য

চেয়ারম্যান
ট্রাস্টি বোর্ড
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এর সার্বিক আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা এমন একটি সামাজিক সংগঠন, যার পথচলা শুরু ১৯১২ সালে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায়। সূচনালগ্ন হতে আজ অবধি এই সংগঠন সামাজিক কার্যক্রম, শিক্ষা বৃত্তি, চিকিৎসা সেবা, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। এই বিশাল অর্জনের মূলে রয়েছেন সমিতির প্রাক্তন অনেক মুরুব্বি/অভিভাবকদের বলিষ্ঠ ভূমিকা। সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দের পরামর্শকে যথাযথ মূল্যায়ন করে আগামী দিনে সমিতির সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি আশা করি, নতুন কমিটির সুযোগ্য পরিচালনায় এ সমিতির সম্মান, মর্যাদা ও সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে।

আমি নতুন নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই, তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মাফরুহা সুলতানা

চেয়ারম্যান
হাসপাতাল কমিটি
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

শুভেচ্ছা বক্তব্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত সভাপতি, সমিতির প্রবীণ ও নবীন নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত জীবনসদস্যবর্গ ও সুধীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জনপদ চট্টগ্রাম। এখানকার মানুষের জীবনধারার মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এখানকার মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। যার প্রমাণ পাওয়া যায় সাহিত্যে, ইতিহাসগ্রন্থে ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসে। চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা এমন একটি সামাজিক সংগঠন, যার পথ চলা শুরু হয় ১৯১২ সালে। তারপর থেকে আজ অবধি এই সংগঠন সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর বৃহত্তর চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও মানবিক সাহায্য হিসেবে চট্টগ্রামের অসুস্থ রোগীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি কিছু চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে বৃত্তির সংখ্যা আরো বাড়ানো ও সম্পূর্ণ অলাভজনক পন্থায় দরিদ্র ও অসচ্ছল রোগীদের স্বল্পমূল্যে এবং হতদরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি উন্নতমানের আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। এ স্বপ্নের সূচনা হয় ২০০৬ সালে। প্রাথমিক প্রচেষ্টায় হাসপাতালের জন্য একখণ্ড জমি পেলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আমাদের দখলে আসেনি, যাহা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার গঠনতন্ত্র মোতাবেক স্বতন্ত্র কমিটিসমূহের মধ্যে হাসপাতাল কমিটিও একটি। আমরা হাসপাতালের জমি উদ্ধার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সমিতির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবেন, যেভাবে চট্টগ্রাম ভবন নির্মাণসহ সমিতির নানা কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করি। যাঁরা এ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও তজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে আপনাদের সকলের সুখ, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

মোঃ দিদারুল আনোয়ার

বিদায়ী সভাপতির কিছু কথা

সদ্য সাবেক সভাপতি
ও
আহ্বায়ক
অভিষেক উপপরিষদ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সমিতির প্রবীণ ও নবীন নেতৃবৃন্দ, নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত জীবনসদস্যবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বৈশাখের সন্ধ্যায় সকলকে জানাই নতুন বাংলা বছরের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

শতাব্দীকাল পূর্বে (১৯১২ সালে) কলকাতায় প্রবাসী বৃহত্তর চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রামের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষা, নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাম সমিতি। পূর্বসূরিদের মেধা ও নিরলস পরিশ্রমে গড়ে উঠা ঢাকার বুকে একখন্ড চট্টগ্রাম যাহা চট্টগ্রাম সমিতি হিসেবে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৃহত্তর চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সার্বিক কল্যাণে অবদান রেখে পুরো দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

বহুমাত্রিক সাফল্যের ধারক চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ৩২, তোপাখানা রোডে প্রতিষ্ঠা করেছে 'ঢাকার বুকে একখণ্ড চট্টগ্রাম' খ্যাত দশতলা বিশিষ্ট 'চট্টগ্রাম ভবন'। যেখানে রয়েছে জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ লাইব্রেরি, তথ্য-প্রযুক্তির চর্চার জন্য রয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চিকিৎসার জন্য রয়েছে বাৎসরিক কার্যক্রম। এছাড়া বৃহত্তর চট্টগ্রামের স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বৃত্তি প্রদান, দুর্দশাগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য ও অসহায়-গরিব রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য, জীবনসদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানার্থে পিইসি থেকে এসএসসি পর্যন্ত পরীক্ষাসমূহে ভাল ফলাফল অর্জনকারীদের সংবর্ধনা প্রদান, জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ পালন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষার্থে নানা অনুষ্ঠানাদি পালন, মেজবান আয়োজন প্রভৃতি সমিতির নিয়মিত কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। সমিতির মহৎ উদ্যোগ, আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে ইনশা'আল্লাহ।

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও মেধা দিয়ে সমিতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন- এটাই আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড, হাসপাতাল কমিটি, বিদায়ী ও নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং সকল জীবনসদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ।

অভিষেক অনুষ্ঠান সর্বাত্মক সফল ও সার্থক হোক এই কামনা করছি।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

সভাপতির বক্তব্য

সভাপতি
নির্বাহী পরিষদ
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

'চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা' রাজধানী ঢাকায় বসবাসরত বৃহত্তর চট্টগ্রামের অধিবাসীদের প্রিয় সংগঠন। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় বসবাসকারী বৃহত্তর চট্টগ্রামের কতিপয় জনদরদি ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিটাগং এসোসিয়েশন। কালের পরিক্রমায় সেই শিশু সংগঠনটি আজ ঢাকার বুকে বৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে সমাদৃত। সামাজিক সংগঠন হিসেবে চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা যে সুনাম ও গৌরব অর্জন হয়েছে; সেটা কারো একক প্রচেষ্টায় অর্জিত হয়নি, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তা মেধা ও নিরলস পরিশ্রমের কারণেই সম্ভব হয়েছে। যেসকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত আছেন, আপনারা আগামীতেও সমিতির প্রতি আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখবেন বলে আশা কার যায়।

শতবর্ষের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এ সমিতি একসময় মেজবান ও মিলনমেলাকেন্দ্রিক ছিল। আস্তে আস্তে এর কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে বহুমুখী সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের বিশালত্ব ধারণ করেছে। আপনাদের সর্বাত্মক আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা পেলে আমরা সামনে নতুন নতুন/যুগোপযোগী কার্যক্রম হাতে নিতে পারবো- ইনশা'আল্লাহ।

সমিতির কাজের মধ্যে বৃহত্তর চট্টগ্রামের অসচ্ছল-মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য প্রদান, দেশের মানুষের কাছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য তুলে ধরা, বিভিন্ন জাতীয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন, বার্ষিক মেজবান ও চট্টগ্রাম উৎসব, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানচর্চার জন্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং সর্বশেষ সংযোজন বৃহত্তর চট্টগ্রামের অসচ্ছল-গরিব মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে স্ব-নির্ভর কর্মসূচির আয়োজন ইত্যাদি। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ঢাকায় একটি আধুনকি হাসপাতাল নির্মাণের এখনই সুবর্ণ সময়। এই স্বপ্ন দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনাকে গতিশীল করে এর কাজকে দৃশ্যমান করা সময়ের দাবি। এটা আমাদের সকলের ওপর গুরু দায়িত্ব হিসেবে অর্পিত রয়েছে। যাতে যথাসময়ে ও যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারি সেজন্য বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসী, সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড ও নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সাহায্য-সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

সমিতির সকল কার্যক্রম আমরাও যথা নিয়মে পরিচালনা করে যাব। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমিতির সম্মানিত মুরুব্বিগণ, জীবনসদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করব ইনশা'আল্লাহ। সমিতির বিদ্যমান কার্যক্রমসমূহের কলেবর বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড আমরা একসাথে করে যাব। আগামী দিনগুলোতেও সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আশা করি। সমিতির অভীষ্ট লক্ষ্যার্জনে আমি আপনাদের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করছি।

অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিকসহ অভিষেক উপ-পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সমিতির জীবনসদস্য, নির্বাহী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড ও হাসপাতাল কমিটির সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দসহ সকলকে আজকের অভিষেকে সদয় উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

আপনাদের ভালোবাসাই আমার পথচলা

সাধারণ সম্পাদক
নির্বাহী পরিষদ
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

শতোর্ধ্ববর্ষী সামাজিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে ১৯১২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে সেই ১৯৪৭ সালে স্থানান্তরিত হয়ে রাজধানী ঢাকার বুকে আপন মহিমা ও গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সংগঠন দীর্ঘকাল ধরে ঢাকায় বসবাসরত বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর মাঝে ঐক্য, সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির বৈষম্যবিহীন এক বিশাল আধার হিসেবে পরিগণিত।

চট্টগ্রাম কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই অনন্য নাম নয়, এর রয়েছে সুবিশাল ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশের সংকটকালে রেখেছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। এই চট্টগ্রাম হতে সূচিত হয়েছে মাস্টার'দা সূর্যসেনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং পাকিস্তানী দখলদারদের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুতোভয় নেতৃত্বদান। এছাড়া সম্পদে অফুরন্ত ভাণ্ডার চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক-নৃতাত্ত্বিক সকল দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভূখণ্ড।

মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে অগ্রগতি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থেই দলবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত। চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা তেমন একটি দৃষ্টান্তের নাম। এর সদস্যদের বিশ্বাসে রয়েছে সেবা, ভালোবাসা, সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ সর্বোপরি মানুষের সামাজিক ও মানবিক কল্যাণ সাধন করা। আমাদের পূর্বসূরিদের নিবিড় পরিচর্যার ফসল বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর গৌরবের প্রতীক চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা। মানব সেবায় নিবেদিত বহুমুখী সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের আধার এ সমিতির নির্বাহী পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ ও গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নিয়ম মেনে উক্ত নির্বাচন করা হয়। বরাবরের ন্যায় এবারও নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমাদের প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের সকলের প্রিয় এ সমিতিতে অনেক দিন ধরে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করে আসছি। তারই অভিন্ন ধারাবাহিকতায় আমি আজ এ মহতি সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার অভিষেক হচ্ছে। সে জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। যাঁদের আগ্রহ ও ইচ্ছায় আমি অত্র সমিতির মহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তাঁদের সকলের প্রতি রইল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁরা সমিতির কর্মকাণ্ডে আমাদেরকে বরাবরের মত সাহায্য-সহযোগিতা করবেন- আমি দৃঢ় আশাবাদ রাখছি।

২০২৬-২০২৭ মেয়াদের জন্য নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ একটি দ্বিবার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে, সে অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি গ্রহণ করবো।

পরিশেষে, আমাদের ওপর সমিতির যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে- তা সম্পাদনে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকব ইনশা'আল্লাহ। আজকের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি যে, আমাদের পূর্বসূরিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব এবং যুগোপযোগী নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আগত সকল সম্মানিত অতিথি, জীবনসদস্যবৃন্দ, উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানীয় সদস্যবর্গ, সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সাবেক নেতৃবৃন্দকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা এবং নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।
আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী

সদস্য-সচিবের দুটি কথা

সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক
ও
সদস্য-সচিব
অভিষেক উপপরিষদ

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড ও হাসপাতাল কমিটির শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যানত্রয়, নির্বাচন কমিশন এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দসহ চার কমিটির সম্মানিতকর্মকর্তাগণ এবং উপস্থিত প্রিয় জীবনসদস্য ভাই ও বোনেরা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ।

শুভ সন্ধ্যা

এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে অবিভক্ত ভারত বর্ষের রাজধানী কলকাতায় বসবাসরত বৃহত্তর চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নানামুখী সমস্যার মোকাবিলায়, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে তথায় বসবাসরত চট্টগ্রামের কতিপয় ক্ষণজন্মা মহৎ ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১২ সালে জন্ম চট্টগ্রাম সমিতির। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে "জাতীয় সমৃদ্ধির স্বার্থেই চট্টগ্রামের উন্নয়ন অপরিহার্য" শ্লোগান লালন করে ঢাকা'র বুকে একখন্ড চট্টগ্রাম হিসাবে আজ ঢাকার বুকে উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এ মহান সমিতি বিনির্মাণে এবং ক্রমোন্নতিতে মুরুব্বিদের মধ্যে যাঁরা অবদান রেখে গেছেন এবং অবদান চলমান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা আমাদের থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন তাঁদের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে দুই পঞ্জিকা বছরের জন্য নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের আজ অভিষেক অনুষ্ঠান। আজ এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা অভিষিক্ত হচ্ছেন-তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। দুই বছর পূর্বে এমনি একদিনে আমরা ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে মেয়াদান্তে এখন বিদায় নিচ্ছি।

আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ২০২৪-২০২৫ যে সকল সমিতি তথা সমিতির জীবনসদস্য আমাকে নানাভাবে সমিতির কার্যক্রম সুচারুরূপে পালন করার জন্য সব সময় আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের আমার দায়িত্বকালীন সময়ে সমিতির অনেক দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও সম্মানীত জীবনসদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি।

এ সমিতির সাথে আজ থেকে অনেক বছর পূর্বে কাজ করতে গিয়ে সমিতির অনেক সিনিয়র ব্যক্তিত্বদের সাথে পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছে। হয়েছে অনেক কাজ শেখার সুযোগ। সেই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমি আমার মেয়াদকাল ২০২৪-২০২৫ শেষ করেছি এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সমিতিতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করার। পাশাপাশি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম আজ থেকে ১১৪ বছর পূর্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম সমিতি যে সমিতি সময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক প্রজ্ঞা ব্যক্তিত্বগণ দায়িত্ব গ্রহণ করে সমিতি পরিচালনা করেছেন; সমিতিকে বিশ্বের দরবারে সুনামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি সব সময়। ঠিক তেমনিভাবে এবারের ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নব নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদও সেই ধারাবাহিকতাকে আরো বেশি মাত্রায় সংযোজন ঘটাবে।

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুরুব্বী এবং জীবন সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের সময়কালে যথাসময়ে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পেরে আমি এবং আমার মেয়াদের নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি পরিশেষে নবনির্বাচিত পরিষদ ২০২৬-২০২৭ এর শুভ কামনা ব্যক্ত করছি এবং সব সময় পাশে থেকে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা কাজে লাগার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক

আহ্বায়কের বক্তব্য

আহ্বায়ক
স্মরণিকা উপ-পরিষদ ও
সহ-সভাপতি
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

একশ' বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা, ঢাকায় বসবাসরত চট্টগ্রামবাসী তথা চাটগাঁইয়াদের গর্ব ও ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যে চট্টগ্রাম একটি অনন্য জনপদ–যার প্রতিফলন এই সংগঠনের কার্যক্রমে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার অভিষেক অনুষ্ঠান একটি ঐতিহাসিক ও বর্ণাঢ্য আয়োজন। আনন্দঘন পরিবেশে মুখরিত এই বিশেষ দিনটি শুধু চট্টগ্রামবাসীর জন্য নয়, বরং ঢাকায় বসবাসরত অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের কাছেও উৎসবমুখর আবহ তৈরি করে।

রাজধানীর বুকে "চট্টগ্রাম ভবন"–যা এক খণ্ড চট্টগ্রাম হিসেবে পরিচিত–সেখানেই অবস্থিত এই প্রিয় সংগঠন। প্রতি দুই বছর অন্তর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব গঠিত হয় এবং জমকালো অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।

এই অভিষেক উপলক্ষে নিয়মিতভাবে "চট্টলশিখা" নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে, যা আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এ বছর এই স্মরণিকা সম্পাদনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রকাশনা একটি জটিল ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। তবুও সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি মানসম্মত লেখা, কবিতা এবং সমিতির কার্যক্রমসমূহ সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে।

তারপরও যদি কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে, তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে সংগঠনটি এগিয়ে যাক–এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন

সম্পাদকীয়

সদস্য সচিব
স্মরণিকা উপ-পরিষদ ও
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

নদী, পাহাড়, অরণ্য, সাগর আর সমতল ভূমির অপরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্যরানি 'আঁরার চট্টগ্রাম'। আমাদের রয়েছে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ, সুফিসাধকের পুণ্যভূমি চাটগাঁশহর, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নানা গোত্রের এক অনন্য সম্মিলন। এত বৈচিত্র্য দেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না।

১৯১২ সালের কলকতা শহরের জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল চট্টগ্রাম মোছলেম ছাত্র সমিতি। কালের বিবর্তনে ১৯৩৮ সালে চট্টগ্রাম মোসলেম ছাত্র ও জন সমিতি কলকতা, ১৯৫৪ সালে ইসলামাবাদ সমিতি-ঢাকা পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা বর্তমানে একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক সংগঠন হিসেবে আজ 'একশত চৌদ্দ' বছর পেরিয়ে।

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা গতানুগতিক কোন সামাজিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চাটগাঁর লোকসংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে হৃদয়ে ধারণ ও লালন করা এবং রাজধানীতে বসবাসরত চট্টগ্রামের মানুষদের আন্তরিকতা আর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রাখা ছিল সমিতির উদ্দেশ্য এজন্যই একই ছাদের নিচে সবাইকে একত্রীকরণ করার প্রচেষ্টায় ছিল মুল লক্ষ্য। সমিতির নানামুখী কর্মযজ্ঞ মেজ্জান, মিলনমেলা, চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, উন্নয়ন-গবেষণা, কীর্তিমানদের জীবন ও কর্ম নিয়ে সেমিনারে তুলে ধরায় নিরন্তর প্রচেষ্টার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, অসহায় দুস্থদের আর্থিক সহায়তা এবং গরীব অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা সহয়তার হাত প্রসারিত করে আসছে চট্টগ্রাম সমিতি পরিবার।

আজ চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির অভিষেক। 'চট্টলশিখা' সম্পাদনার মতো দূরূহ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে সকলের সহযোগিতার কারণে। অভিষেক অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে নির্বাহী পর্ষদ ও বিভিন্ন কমিটির যে সকল নির্বাহী সদস্যবৃন্দ মেধা, শ্রম ও আর্থিক সহযোগিতা করেছেন, সম্মানিত বিজ্ঞাপন দাতা, শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি রইলো অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে সকল জীবন সদস্যকে আমরা হারিয়েছি এবং যাঁরা সমিতির কর্মকাণ্ডে সবসময় সম্পৃক্ত হয়েছেন, সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

পরিশেষে চট্টগ্রাম সমিতি গৌরবোজ্জ্বল অগ্রযাত্রা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাক এবং আগামীতে চট্টগ্রামের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশায়।

পারভেজ মোঃ চৌধুরী

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
সভাপতি

মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী
সহ-সভাপতি

মুহম্মদ নূরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি

মোঃ তানভীর খান
সহ-সভাপতি

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল
সহ-সভাপতি

মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী
সহ-সভাপতি

ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন
সহ-সভাপতি

এডভোকেট সৈয়দ ইরফান
সহ-সভাপতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭

মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন
অর্থ সম্পাদক

শফিকুর রহমান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

পারভেজ মো. চৌধুরী
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাহেদ মুরাদ
শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক

মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী (মুকুল)
সাহিত্য ও সেমিনার সম্পাদক

মোহাম্মদ সোহেল আরিফ
ক্রীড়া সম্পাদক

মোঃ ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭

এডভোকেট মোঃ ইকবাল হোসেন
দপ্তর সম্পাদক

ইঞ্জিনিয়ার মোকছেদ আলম মনজু
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক

সাদিদ রেজা চৌধুরী
আন্তর্জাতিক সম্পাদক

মাহফুজুর রহমান
মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক

লাবনী চাকমা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

মোহাম্মদ সিরাজুল হক
আইন বিষয়ক সম্পাদক

সৈয়দ আলম
নির্বাহী সদস্য

মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
নির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী
নির্বাহী সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
নির্বাহী সদস্য

মোঃ আবুল কাশেম
নির্বাহী সদস্য

হাবিবুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য

মোঃ হামিদুল ইসলাম সিকদার
নির্বাহী সদস্য

এস এম মাসুদ পারভেজ
নির্বাহী সদস্য

মোঃ হাবিবুর রহমান (হাবীব)
নির্বাহী সদস্য

নুরুল আনছার
নির্বাহী সদস্য

মোঃ তারিকুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন
নির্বাহী সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭

জাফর আহমদ
নির্বাহী সদস্য

এডভোকেট গাজী মোঃ আসলীম উদ্দীন (আজাদ মুন্না)
নির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
নির্বাহী সদস্য

মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী
নির্বাহী সদস্য

হাসান মুরাদ চৌধুরী
নির্বাহী সদস্য

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
সাবেক সভাপতি ও পদাধিকার বলে নির্বাহী সদস্য

প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক
সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পদাধিকার বলে নির্বাহী সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

উপদেষ্টা পরিষদ ২০২৪-২০২৬

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
চেয়ারম্যান

মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী
ভাইস চেয়ারম্যান

বখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী
ভাইস চেয়ারম্যান

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন
ভাইস চেয়ারম্যান

সুলতান মাহমুদ
সদস্য সচিব

প্রফেসর ড. আনসারুল করিম
সদস্য

এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী
সদস্য

প্রিন্সিপাল ড. মোহাম্মদ রেজাউল কবির
সদস্য

মেসবাহ উদ্দীন জঙ্গী চৌধুরী
সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

উপদেষ্টা পরিষদ ২০২৪-২০২৬

এম এ মালেক
সদস্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সদস্য

মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ
সদস্য

অধ্যাপক ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
সদস্য

এডভোকেট এম. মাসুদ আলম চৌধুরী
সদস্য

এডভোটেক এস এম আরিফ
সদস্য

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান
সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

ট্রাস্টি বোর্ড ২০২৪-২০২৬

মাফরুহা সুলতানা
চেয়ারম্যান

ড. মোহাম্মদ জকরিয়া
ভাইস চেয়ারম্যান

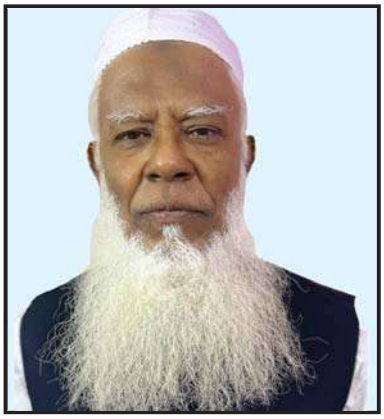

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
ভাইস চেয়ারম্যান

আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী
ট্রাস্ট সেক্রেটারি

ড. মোঃ আবদুল করিম
ট্রাস্টি

মোঃ আয়ুব আলী
ট্রাস্টি

লায়লা সিদ্দিকী
ট্রাস্টি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ মোস্তফা কামাল
ট্রাস্টি

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

হাসপাতাল কমিটি ২০২১-২০২৬

মোঃ দিদারুল আনোয়ার
চেয়ারম্যান

এস. এম. আশরাফুল ইসলাম
সদস্য সচিব

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
সদস্য

এম. হারেস আহমদ
সদস্য

ইঞ্জিনিয়ার এম. এমদাদুল ইসলাম
সদস্য

আলহাজ্ব আবদুস সামাদ (লাবু)
সদস্য

ডাঃ আশীষ কুমার চক্রবর্তী
সদস্য

নেত্রসেন বড়ুয়া
সদস্য

মোহাম্মদ আবুল ফয়েজ
সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

হাসপাতাল কমিটি ২০২১-২০২৬

ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
পদাধিকার বলে সদস্য

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
পদাধিকার বলে সদস্য

বেগম মাফরুহা সুলতানা
পদাধিকার বলে সদস্য

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী
পদাধিকার বলে সদস্য

সুলতান মাহমুদ
পদাধিকার বলে সদস্য

আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী
পদাধিকার বলে সদস্য

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

২০২৬-২০২৭ মেয়াদে নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ওসমান চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

আমরা যাঁদের হারিয়েছি

ক্রম	নাম	সদস্য নং	মৃত্যুর তারিখ	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১.	ইকরাম ফরিদ চৌধুরী	৩৬৩৭	০৬.০১.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য
২.	মোহাম্মদ বখতিয়ার হোসেন চৌধুরী	১০০৬	০৩.০৪.২০২৫	নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সাবেক সহসভাপতি ও ইউসিবিএল এর সাবেক ডিএমডি
৩.	জাহান আরা বেগম	-	০৩.০৪.২০২৫	জীবন সদস্য ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক ডিজি মরহুম অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরী'র সহধর্মিণী
৪.	শিরিন আক্তার	-	১৩.০৪.২০২৫	জীবন সদস্য জনাব কামরুল ইসলাম এর সহধর্মিণী
৫.	সুমিত্রা ভট্টাচার্য্য	-	১৬.০৪.২০২৫	সমিতির হিসাবরক্ষক জনাব সাধন ভট্টাচার্য্য এর সহধর্মিণী
৬.	আবদুল গফফার চৌধুরী	-	০৪.০৫.২০২৫	জীবন সদস্য ও ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট মোহাম্মদ ওসমান চৌধুরী এর শ্রদ্ধেয় পিতা
৭.	মোঃ মহিউল ইসলাম মহিম	৬৫৯	০৫.০৫.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক
৮.	ফরিদা বেগম	-	০২.০৬.২০২৫	নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সহসভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী (৮৬১) এর বড় বোন
৯.	আলহাজ্ব মোঃ সোলায়মান	৮১৩	১৬.০৬.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র জীবনসদস্য ও আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান
১০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এম এ জাফর	৭৪২	২৩.০৬.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র জীবনসদস্য।
১১.	প্রফেসর শফিউল আলম	৫০৮	২৪.০৬.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্যানবেইস এর প্রাক্তণ পরিচালক।
১২.	ফরিদুল আলম চৌধুরী	-	২৫.০৬.২০২৫	জীবন সদস্য জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম চৌধুরী পরাগ এর শ্রদ্ধেয় পিতা
১৩.	আবদুল করিম	১৫০৩	০৩.০৭.২০২৫	জীবন সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সাবেক সচিব
১৪.	লায়লা বেগম	-	১২.০৭.২০২৫	জীবন সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আহম্মদ শাহ এর শ্রদ্ধেয় মাতা
১৫.	ফিরোজা বেগম	-	১৪.০৭.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এর শ্রদ্ধেয় মাতা
১৬.	নুরুন্নাহার বেগম	-	১৫.০৭.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির সম্মানিত জীবন সদস্য ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ এর শ্রদ্ধেয় মাতা
১৭.	মোহাম্মদ আবদুল মোবারক	৮৩৯	২১.০৭.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য ও নির্বাহী পরিষদের সাবেক সভাপতি এবং স জেলার ডেপুটি কমিশনার (ডিসি)।
১৮.	শাহজাদা ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভান্ডারি	২১৪১	২৩.০৭.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য
১৯.	নাছিমা বেগম	-	২৬.০৭.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য (৩৭০২) মোঃ জমির হোছাইন এর শ্রদ্ধেয় মাতা
২০.	লে. জেনারেল (অবঃ) এম হারুন-অর-রশিদ	২২২৪	০৩.০৮.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য ও সাবেক সেনা প্রধান
২১.	চৌধুরী এইচ এম ইসমত পাশা	২৪৬৫	১০.০৯.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য ও নোমান গ্রুপের সাবেক ডিজিএম

আমরা যাঁদের হারিয়েছি

ক্রম	নাম	সদস্য নং	মৃত্যুর তারিখ	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১.	প্রকৌশলী সবুজ কুমার বড়ুয়া	২৮৬২	২১.১০.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য
২.	আবদুল জলিল	-	২৭.১১.২০২৫	উপদেষ্টা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এম. এ মালেক এর বড় ভাই
৩.	ইব্রাহিম আজাদ	২০৫৭	৩০.১১.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য
৪.	আলহাজ্ব ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৫৪৩	১৩.১২.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য
৫.	বুরহান উদ্দিন জঙ্গী চৌধুরী	১০৬৯	২৩.১২.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য ও উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব মেজবাহ উদ্দিন জঙ্গী চৌধুরী এর ছোট ভাই।
৬.	সৈয়দ শাহজাদা ছদরুল উলা মাইজভান্ডারী	-	২৮.১২.২০২৫	চট্টগ্রাম সমিতির ঢাকা'র জীবন সদস্য (২১৪১) মরহুম ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভান্ডারী এর ভাই
৭.	বেগম খালেদা জিয়া	-	৩০.১২.২০২৫	তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন
৮.	খোরশেদুল আলম চৌধুরী	১৫৮৬	০৭.০১.২০২৬	সমিতির জীবন সদস্য ও পারটেক্স স্টার গ্রুপে জিএম
৯.	নজির আহমদ	৩২৯৫	৩০.০১.২০২৬	সমিতির জীবন সদস্য ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব
১০.	হোসাইন শহীদ ফিরোজ	৮২৬	০৬.০২.২০২৬	সমিতির জীবন সদস্য ও ফ্লোরা লিমিটেড এর পরিচালক
১১.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ আকতার হোছাইন	৩৫৫৪	২২.০২.২০২৬	সমিতির জীবন সদস্য ও টেক্সটেক কোং লিমিটেড এর ডিএমডি
১২.	অধ্যাপক ড. আখতারুন্নেসা চৌধুরী	১৮২৬	২৫.০২.২০২৬	সমিতির জীবন সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক
১৩.	শ্রী অনন্ত মোহন মল্লিক	-	০২.০৩.২০২৬	সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক এর শ্রদ্ধেয় পিতা
১৪.	ফেরদৌস বেগম	-	১৪.০৩.২০২৬	সমিতির জীবনসদস্য জনাব মোঃ আবু ইউসুফ সিদ্দিকী এর সহধর্মিণী
১৫.	পুষ্প রাণী বড়ুয়া	-	১৬.০৩.২০২৬	সমিতির জীবনসদস্য জনাব শরন কুমার বড়ুয়া (৩৫০৮) এর শ্রদ্ধেয়া মাতা
১৬.	চেমন আরা বেগম চৌধুরী	-	২১.০৩.২০২৬	চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২৭) এর সম্মানিত সদস্য জনাব কফিল উদ্দিন চৌধুরীর বড় বোন
১৭.	মোয়াজ্জেম হোসেন	২১০৮	৩০.০৩.২০২৬	সমিতির জীবন সদস্য ও চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি
১৮.	আবদুল হক	-	১২.০৪.২০২৬	সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ এব বড় ভাই

অভিষেক-২০২৬-২০২৭

উপলক্ষে বিভিন্ন উপপরিষদ গঠন

অভিষেক উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক ঃ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

সদস্য সচিব ঃ প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক

সদস্য ঃ জয়নুল আবেদীন জামাল

ড. মোহাম্মদ জকরিয়া

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী

মুহম্মদ নূরুল ইসলাম

মোঃ তানভীর খান

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল

মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন

এডভোকেট সৈয়দ ইরফান

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী

মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন

শফিকুর রহমান

মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী

ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী

পারভেজ মো. চৌধুরী

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাহেদ মুরাদ

মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী (মুকুল)

মোহাম্মদ সোহেল আরিফ

মোঃ ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার)

মোঃ ইকবাল হোসেন

অভিষেক উপ-পরিষদ

সদস্য ঃ ইঞ্জিনিয়ার মোকছেদ আলম মনজু

সাদিদ রেজা চৌধুরী

মাহফুজুর রহমান

মিসেস লাবনী চাকমা

মোহাম্মদ সিরাজুল হক

সৈয়দ আলম

মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

মোঃ আবুল কাশেম

হাবিবুল ইসলাম

মোঃ হামিদুল ইসলাম সিকদার

এস এম মাসুদ পারভেজ

মোঃ হাবিবুর রহমান (হাবীব)

নুরুল আনছার

মোঃ তারিকুল ইসলাম

মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন

জাফর আহমদ

মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী

এডভোকেট গাজী মোঃ আসলীম উদ্দীন (আজাদ মুন্না)

মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী

হাসান মুরাদ চৌধুরী

অভিষেক-২০২৬-২০২৭

উপলক্ষে বিভিন্ন উপপরিষদ গঠন

অভ্যর্থনা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক	ঃ	ড. মুহাম্মদ ইসমাইল
সদস্য সচিব	ঃ	মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী
সদস্য	ঃ	ড. মোঃ আবদুল করিম
		এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
		মাফরুহা সুলতানা
		মোঃ দিদারুল আনোয়ার
		সুলতান মাহমুদ
		আবু মোঃ মহিউদ্দিন কাদেরী
		এস. এম. আশরাফুল ইসলাম
		নাছির উদ্দিন

অর্থ উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক	ঃ	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
যুগ্ম-আহ্বায়ক	ঃ	মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
সদস্য সচিব	ঃ	মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন
সদস্য	ঃ	শফিকুর রহমান
		এডভোকেট মোঃ ইকবাল হোসেন
		সৈয়দ আলম
		মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন
		হাসান মুরাদ চৌধুরী

আপ্যায়ন ও শৃঙ্খলা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক	ঃ	মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী
সদস্য সচিব	ঃ	মোহাম্মদ সিরাজুল হক
সদস্য	ঃ	শফিকুর রহমান
		মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী
		জাহিদ আবছার চৌধুরী
		মোহাম্মদ সোহেল আরিফ
		ইঞ্জিনিয়ার মোকছেদ আলম মনজু
		মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
		মোঃ আবুল কাশেম
		হাবিবুল ইসলাম
		মোঃ হাবিবুর রহমান (হাবীব)
		মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন
		জাফর আহমদ
		মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী
		মোঃ তারিকুল ইসলাম
		ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
		মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
		শওকত আলী
		মোঃ হাসান
		মোঃ সারোয়ার আলম

অভিষেক-২০২৬-২০২৭

উপলক্ষে বিভিন্ন উপপরিষদ গঠন

স্মরণিকা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক	ঃ	ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন
যুগ্ম-আহ্বায়ক	ঃ	মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী (মুকুল)
সদস্য সচিব	ঃ	পারভেজ মো. চৌধুরী
সদস্য	ঃ	মোহাম্মদ সোহেল আরিফ
		এডভোকেট মোঃ ইকবাল হোসেন
		মোঃ কফিল উদ্দিন চৌধুরী
		মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন
		মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী
		রশীদ এনাম
		মুজিবুর রহমান

দপ্তর উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক	ঃ	মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী
সদস্য সচিব	ঃ	মোঃ ইকবাল হোসেন
সদস্য	ঃ	মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন
		শফিকুর রহমান
		মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী
		মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী (মুকুল)
		মোহাম্মদ সোহেল আরিফ
		ইঞ্জিনিয়ার মোকছেদ আলম মনজু
		হাবিবুল ইসলাম
		মোহাম্মদ রহিম উদ্দিন

সাংস্কৃতিক ও সাজসজ্জা উপ-পরিষদ

আহ্বায়ক	ঃ	এডভোকেট সৈয়দ ইরফান
যুগ্ম-আহ্বায়ক	ঃ	সাদিদ রেজা চৌধুরী
সদস্য সচিব	ঃ	মোঃ ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার)
সদস্য	ঃ	সৈয়দ আলম
		মোঃ ইউসুফ আলী চৌধুরী
		ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
		হাবিবুল ইসলাম
		নুরুল আনছার
		মোঃ ইউসুফ চৌধুরী
		এডভোকেট গাজী মোঃ আসলীম উদ্দীন (আজাদ মুন্না)
		হাসান মুরাদ চৌধুরী
		মিঃ কুমার বিশ্বজিৎ
		রশীদ এনাম
		রবী চৌধুরী
		এ. এইচ. এম. তসলিম চৌধুরী (কাজল)
		মোস্তাক আহমদ (গায়ক)

আলোকচিত্রে
চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সমিতির সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সাথে নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২০২৭) এর কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ
শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সমিতির সাবেক সভাপতি ড. মোঃ আবদুল করিম, এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট সিনিয়র নেতৃবর্গ

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নবনির্বাচিত সভাপতি
ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির জীবন সদস্যবৃন্দ

আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

নবনির্বাচিত সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসানকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন সদ্য বিদায়ী সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক চৌধুরীকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব নাছির উদ্দিন

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক চৌধুরীকে সমিতির কর্মকর্তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা

নবনির্বাচিত অর্থ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন এর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করছেন সদ্য বিদায়ী অর্থ সম্পাদক জনাব সৈয়দ আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালন উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে খতমে কোরআন আয়োজন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালন উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিলে সমিতির নেতৃবৃন্দ

আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭ এর প্রথম সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের একাংশ

নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭ এর প্রথম সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন সমিতির নেতৃবৃন্দ

মাননীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী জনাব দীপেন দেওয়ানকে ক্রেস্ট দিয়ে শুভেচ্ছা প্রদান করছেন সমিতির নেতৃবৃন্দ

মাননীয় ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর হেলাল উদ্দিনকে ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন সমিতির নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নবনির্বাচিত সভাপতি ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়

আলোকচিত্রে
চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (সচিব) নিযুক্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ জকরিয়া-কে সমিতির পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক (সচিব) নিযুক্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ জকরিয়া-কে সমিতির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন চৌধুরীর কাছে মনোনয়ন ফরম জমা দিচ্ছেন কয়েকজন প্রার্থী

সাংবাদিক সম্মেলনে চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র স্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদ এর নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র মাসব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র মাসব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সাবেক সভাপতি জনাব জয়নুল আবেদন জামালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা দখলমুক্ত হওয়ায় খতমে কোরআন, দোয়া ও শোকরানা মাহফিল মঞ্চে সমিতি ও স্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা দখলমুক্ত হওয়ার খতমে কোরআন, দোয়া ও শোকরানা মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির জীবনসদস্যবৃন্দ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সমিতির নেতৃবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে সমিতির পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবসে শহীদ মিনারে সমিতির নেতৃবৃন্দ

আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

অভিষেক ২০২৬-২০২৭

ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, সাবেক সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, জনাব জয়নুল আবেদীন জামাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ জকরিয়া, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান এবিএম আমিনুল্লাহ নুরী, হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ দিদারুল আনোয়ার

ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সচিব জনাব সুলতান মাহমুদ, সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব শফিকুর রহমান, অর্থ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন ও সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জয়নুল আবেদীন

ইফতার মাহফিলে মোনাজাতরত সমিতির নেতৃবৃন্দ

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আগত জীবন সদস্য ও অতিথিবৃন্দ

আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

মেজবান ও মিলনমেলা-২০২৫ অনুষ্ঠানে মঞ্চে সমিতির মুখপত্র চট্টলশিখা মোড়ক উন্মোচন করছেন সমিতিরি সিনিয়র নেতৃবৃন্দ

মেজবান ও মিলনমেলা-২০২৫ অনুষ্ঠানে মঞ্চে সমিতির নেতৃবৃন্দসহ চট্টগ্রাম সমিতি পদকপ্রাপ্তরা

চট্টগ্রাম সমিতি পদক গ্রহণ করছেন প্রফেসর ডাঃ এম. এ. ফয়েজ

চট্টগ্রাম সমিতি পদক গ্রহণ করছেন জনাব আলী হোসাইন আকবর আলী

আলোকচিত্রে
চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম
মেজবান ২০২৫

মরহুম শাহসূফী আব্দুল জব্বার (মরণোত্তর) এর পক্ষে চট্টগ্রাম সমিতি পদক গ্রহণ করছেন বায়তুশ শরফ এর পরিচালক ড. ঈসা শাহেদী

চট্টগ্রাম সমিতি পদক গ্রহণ করছেন সাবেক সভাপতি মিসেস লায়লা সিদ্দিকী

চট্টগ্রাম সমিতি পদক গ্রহণ করছেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু

চট্টগ্রাম সমিতির মেজবান ও মিলনমেলা অনুষ্ঠানে সমিতির নেতৃবৃন্দ

মেজবান ও মিলনমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশনা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আগত মেহমানবৃন্দ

আলোকচিত্রে চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রম

মেজবান ও মিলনমেলার অনুষ্ঠান ও খাবার প্যান্ডেল

মেজবান ও মিলনমেলার র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠান

মেজবান ও মিলনমেলার র‍্যাফেল ড্র পর্ব

মেজবানি রান্নার আয়োজন

মেজবানে অতিথিবৃন্দের খাবার পরিবেশন

মেজবানি আপ্যায়নে অতিথিবৃন্দ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত

সমিতির কার্যক্রম-২০২৬

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ

গত ২২ নভেম্বর ৩২ তোপখানা রোডস্থ চট্টগ্রাম সমিতি ভবনে ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক (২০২৪-২০২৫ মেয়াদে) প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক। নবনির্বাচিতদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও নবনির্বাচিত সভাপতি ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান মো. দিদারুল আনোয়ার, ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জকরিয়া, সাবেক সভাপতি ড. মো. আবদুল করিম, জয়নুল আবেদীন জামাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ও অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মিসেস লায়লা সিদ্দিকী, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুব্রত বড়ুয়া, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. মোস্তফা কামাল, নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ, বর্তমান নির্বাহী পরিষদ, ট্রাস্টি বোর্ড, উপদেষ্টা পরিষদ, হাসপাতাল কমিটির কর্মকর্তাগণ ও সমিতির জীবন সদস্যগণ। বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

দৈনিক পূর্বদেশ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন

শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২০২৭) মেয়াদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান ও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি পদে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান, সহ-সভাপতি পদে মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোঃ তানভীর খান, ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক পদে মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শফিকুর রহমান শফিক ও মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার পারভেজ মো. চৌধুরী, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী জাহিদ মুরাদ, সাহিত্য ও সেমিনার সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল আরিফ, সাংস্কৃতিক মুকুল, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সম্পাদক পদে মো. ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার), দপ্তর সম্পাদক পদে মো. ইকবাল হোসেন, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে মোকছেদ আলম মনজু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে সাদিদ রেজা চৌধুরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে মাহফুজুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদে

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

লাবনী চাকমা, আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সিরাজুল হক, নির্বাহী সদস্য পদে সৈয়দ আলম, মো. কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. আবুল কাশেম, হাবিবুল ইসলাম, মো. হামিদুল ইসলাম সিকদার, এস এম মাসুদ পারভেজ, মো. হাবিবুর রহমান (হাবীব), নুরুল আনছার, মো. তারিকুল ইসলাম, মো. রহিম উদ্দিন, জাফর আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। জীবন সদস্যদের মধ্যে থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী, মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, সচিব ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী এবং ডেপুটি এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ওসমান চৌধুরী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক পূর্বকোণ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন

ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান-মোজাম্মেল হক পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচিত

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার নির্বাহী পরিষদের ২০২৬-২৭ মেয়াদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে এ ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান ও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে সভাপতি পদে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান, সহ-সভাপতি পদে মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মো. তানভীর খান, ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক পদে মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শফিকুর রহমান শফিক ও মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে পারভেজ মো. চৌধুরী, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ মুরাদ, সাহিত্য ও সেমিনার সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী মুকুল, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সোহেল আরিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার), দপ্তর সম্পাদক পদে মো. ইকবাল হোসেন, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে মোকছেদ আলম মনজু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে সাদিদ রেজা চৌধুরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে মাহফুজুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদে লাবনী চাকমা, আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সিরাজুল হক নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে সৈয়দ আলম, মো. কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. আবুল কাশেম, হাবিবুল ইসলাম, মো. হামিদুল ইসলাম সিকদার, এস এম মাসুদ পারভেজ, মো. হাবিবুর রহমান (হাবীব), নুরুল আনছার, মো. তারিকুল ইসলাম, মো. রহিম উদ্দিন, জাফর আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন।

দৈনিক পূর্বকোণ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন

ঢাকা তোপখানা রোডস্থ চট্টগ্রাম সমিতি ভবনে গত ২২ নভেম্বর ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে চট্টগ্রাম সমিতি -ঢাকার নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক। নবনির্বাচিতদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও নবনির্বাচিত সভাপতি ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল কমিটির চেয়ারম্যান মো. দিদারুল আনোয়ার, ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জকরিয়া, সাবেক সভাপতি ড. মো. আবদুল করিম, জয়নুল আবেদীন জামাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ও অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মিসেস লায়লা সিদ্দিকী, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুব্রত বড়ুয়া, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. মোস্তফা কামাল,

সংবাদপত্রে প্রকাশিত
সমিতির কার্যক্রম -২০২৬

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান ও মোজাম্মেল হক প্যানেল নির্বাচিত

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার নির্বাহী পরিষদ ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান ও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান, সহসভাপতি পদে মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মো. তানভীর খান, ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান শফিক ও মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পারভেজ মো. চৌধুরী, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ মুরাদ, সাহিত্য ও সেমিনার সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী মুকুল, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল আরিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. ওমর হায়াত চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোকছেদ আলম মনজু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাদিদ রেজা চৌধুরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক লাবনী চাকমা, আইন বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল হক নির্বাচিত হয়েছেন। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক পূর্বদেশ

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন

শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২০২৭) মেয়াদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান ও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি পদে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান, সহ-সভাপতি পদে মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মোঃ তানভীর খান, ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক পদে মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শফিকুর রহমান শফিক ও মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে পারভেজ মো. চৌধুরী, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ মুরাদ, সাহিত্য ও সেমিনার সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী মুকুল, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল আরিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার), দপ্তর সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোকছেদ আলম মনজু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাদিদ রেজা চৌধুরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক লাবনী চাকমা, আইন বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল হক, নির্বাহী সদস্য পদে সৈয়দ আলম, মো. কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. আবুল কাশেম, হাবিবুল ইসলাম, মো. হামিদুল ইসলাম সিকদার, এস এম মাসুদ পারভেজ, মো. হাবিবুর রহমান (হাবীব), নূরুল আনছার, মো. তারিকুল ইসলাম, মো. রহিম উদ্দিন, জাফর আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। জীবন সদস্যদের মধ্যে থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী, মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, সচিব ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী এবং জেপুটি এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ওসমান চৌধুরী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বিজ্ঞপ্তি

Dr. Chowdhury Mahmud Hasan

Md. Mozammel Haque Chowdhury

Chattogram Samiti-Dhaka elects new president, general secretary

In the 2026-2027 executive term elections of the Chattogram Samiti-Dhaka, the council led by Dr. Chowdhury Mahmud Hasan and Md. Mozammel Haque Chowdhury secured full-panel victory as they were elected without contest. Dr. Choudhury Mahmood Hasan and Mozammel Haque Chowdhury have taken over as the newly elected president and general secretary, respectively, according to a press release. As per the provisions of the Samiti's constitution, an Election Commission was formed, comprising life members of the organization. Former Additional Secretary Md. Nazim Uddin Chowdhury served as the Chief Election Commissioner, while Former Additional Secretary Mohammad Habibul Kabir Chowdhury, Mohammad Munir Chowdhury, Secretary Dr. Nazneen Kausar Chowdhury, and Deputy Attorney General Barrister Mohammad Osman Chowdhury served as Election Commissioners. They jointly conducted all activities related to the election.

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন

সভাপতি ড. চৌধুরী মাহমুদ ও সম্পাদক মোজাম্মেল

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নির্বাহী পরিষদ (২০২৬-২০২৭) মেয়াদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান ও মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনে সভাপতি পদে ড. চৌধুরী মাহমুদ হাছান, সহ-সভাপতি পদে মোহাম্মদ সফিউল আজম চৌধুরী, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, মোঃ তানভীর খান, ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

এ ছাড়াও সাধারণ সম্পাদক পদে মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আরিফ উদ্দীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শফিকুর রহমান শফিক ও মোহাম্মদ মনসুর আলী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে পারভেজ মো. চৌধুরী, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক পদে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ মুরাদ, সাহিত্য ও সেমিনার সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল চৌধুরী মুকুল, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সোহেল আরিফ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. ওমর হায়াত চৌধুরী (কাওছার), দপ্তর সম্পাদক পদে মো. ইকবাল হোসেন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে মোকছেদ আলম মনজু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে সাদিদ রেজা চৌধুরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে মাহফুজুর রহমান, মহিলা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদক পদে লাবনী চাকমা, আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সিরাজুল হক, নির্বাহী সদস্য পদে সৈয়দ আলম, মো. কফিল উদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. আবুল কাশেম, হাবিবুল ইসলাম, মো. হামিদুল ইসলাম সিকদার, এস এম মাসুদ পারভেজ, মো. হাবিবুর রহমান (হাবীব), নূরুল আনছার, মো. তারিকুল ইসলাম, মো. রহিম উদ্দিন ও জাফর আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। এতে জীবন সদস্যদের মধ্যে থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. নাজিম উদ্দিন চৌধুরী এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী, মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, সচিব ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী এবং জেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মোহাম্মদ ওসমান চৌধুরী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

চট্টগ্রাম: বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন ও বৈশ্বিক সম্ভাবনার দিগন্ত

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল
ও
সাদিদ রেজা চৌধুরী

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রে চট্টগ্রাম এক অনন্য ও অপরিহার্য নাম। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই বন্দরনগরী কেবল একটি শহর নয়, বরং এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন। পাহাড়, নদী ও বঙ্গোপসাগরের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা চট্টগ্রাম ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত- তিন দিক থেকেই অসামান্য গুরুত্ব বহন করে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এই বন্দরের ঐতিহাসিক ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়; দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রিকো-রোমান ভূগোলবিদ টলেমি তাঁর মানচিত্রে চট্টগ্রাম বন্দরকে এশিয়ার অন্যতম সেরা বন্দর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যুগ যুগ ধরে চট্টগ্রাম তার সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে আসছে। তাই একে যথার্থভাবেই বলা হয়- "প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার"।

আজকের বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেখানে প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে, সেখানে চট্টগ্রামের গুরুত্ব আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আমদানি-রপ্তানি, শিল্পায়ন, লজিস্টিকস, জাহাজ চলাচল, তৈরি পোশাক শিল্প, জ্বালানি সরবরাহ এবং আঞ্চলিক সংযোগ সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই শহর। চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে প্রায় ১০-১২ শতাংশ অবদান রাখছে এবং দেশের অর্থনীতিতে ঢাকার পরেই এর স্থান। তবে এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত উন্নয়ন, আধুনিক অবকাঠামো এবং কার্যকর নীতিমালা। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে চাইলে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করেই অর্থনৈতিক রূপান্তরের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

বন্দরনগরী চট্টগ্রাম: জাতীয় অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি

চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯০-৯৮ শতাংশ এই বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রধান দরজা হলো চট্টগ্রাম বন্দর। খাদ্যশস্য, জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামাল থেকে শুরু করে তৈরি পোশাক- সবকিছুই এই বন্দরের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে প্রবাহিত হয়। বন্দর সচল থাকা মানেই দেশের অর্থনীতি সচল থাকা। কোনো কারণে যদি বন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হয়, তাহলে তা সরাসরি জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দর একটি ঐতিহাসিক রেকর্ড স্থাপন করেছে- মোট ৩.২৭৬ মিলিয়ন টিইইউএস (Twenty-foot Equivalent Units) কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৭.৪ শতাংশ বেশি এবং ১২৩ মিলিয়ন টন কার্গো পরিচালনা করেছে। এই বন্দর সরাসরি বার্ষিক প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধারণ করছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০৩৫ সালের মধ্যে বন্দরটিকে বার্ষিক ৮.৬ মিলিয়ন টিইইউএস এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ১১.৫ মিলিয়ন টিইইউএস পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এ কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা, সক্ষমতা ও আধুনিকীকরণ জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত।

তবে বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাংকের Container Port Performance Index-এ চট্টগ্রাম বন্দরের স্থান হয়েছে ৪০৫টি বন্দরের মধ্যে ৩৫৬ নম্বরে, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩৩৭ এবং ২০২২ সালে ছিল ৩০৬। এই নিম্নমুখী প্রবণতা উদ্বেগজনক। কন্টেইনার ইয়ার্ডের দখলের হার প্রায়ই ৮৮ শতাংশে পৌঁছে যায় এবং জাহাজের জন্য অপেক্ষার সময় ছয় দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। প্রতিটি জাহাজ বিলম্বিত হলে রপ্তানিকারকদের দৈনিক ১০,০০০-১৫,০০০ ডলার ক্ষতি হয়। সামগ্রিকভাবে, বন্দরের

অদক্ষতার কারণে বার্ষিক ২০০-৩০০ মিলিয়ন ডলার অপচয় হচ্ছে বলে অনুমান। তাছাড়া বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাপ্লাই লিড টাইম ৯৫ দিন, যেখানে ভিয়েতনামে ৬০ দিন এবং চীনে মাত্র ৩২.৫ দিন। এই ব্যবধান কমাতে বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ১০ শতাংশ জাহাজ টার্নঅ্যারাউন্ড সময় কমানো সম্ভব হলে রপ্তানি আয় ৫০০-৬০০ মিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে এবং জিডিপিতে ০.৫-০.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। ২০২৫ সালে বন্দর রেকর্ড পরিচালনামূলক কর্মক্ষমতা অর্জন করলেও কন্টেইনার স্টোরেজ চার্জ বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্ক, বিদেশি অপারেটরদের কাছে টার্মিনাল ইজারার প্রশ্ন এবং শ্রমিক অসন্তোষ বন্দরের পরিচালনায় নতুন জটিলতা তৈরি করেছে। তবে এসব সমস্যা সমাধান করা গেলে চট্টগ্রাম দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান ট্রান্সশিপমেন্ট হাবে পরিণত হতে পারে।

চট্টগ্রামের শিল্পায়ন: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন

চট্টগ্রাম আজ কেবল একটি বন্দরনগরী নয়, বরং দেশের শিল্পায়নের অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র। সীতাকুণ্ড থেকে মিরসরাই, হালিশহর থেকে পতেঙ্গা- পুরো অঞ্চলজুড়ে গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক শিল্পভিত্তি, যা জাতীয় অর্থনীতিকে প্রতিনিয়ত গতিশীল করে তুলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের শিল্প উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে, যা সরাসরি জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ভৌগোলিক অবস্থান, বন্দর সুবিধা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে শিল্প স্থাপনের জন্য চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন ধরেই বিনিয়োগকারীদের প্রথম পছন্দ।

বৈচিত্র্যময় শিল্পখাতের বিকাশ

চট্টগ্রামের শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় শক্তি এর বহুমুখিতা। এখানে একই সঙ্গে ভারী, মাঝারি ও হালকা শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো–

তৈরি পোশাক শিল্প (RMG): দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস এই খাতের একটি বড় অংশ চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। বন্দরসংলগ্ন হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়, যা প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা দেয়। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সর্বোচ্চ সংখ্যক LEED সার্টিফাইড গ্রিন গার্মেন্ট কারখানার দেশ এবং বৈশ্বিক শীর্ষ ১০০ সবুজ পোশাক কারখানার মধ্যে ৫৪টি বাংলাদেশে- যার বড় অংশ চট্টগ্রামের আশেপাশে।

ইস্পাত ও রি-রোলিং মিল: নির্মাণ খাতের চাহিদা পূরণে চট্টগ্রামের ইস্পাত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে সীতাকুণ্ড এলাকায় গড়ে ওঠা মিলগুলো দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়ক। BSRM (বার্ষিক ৮০০ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব) এবং KSRM-এর মতো কনগ্লোমারেট দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে।

সিমেন্ট শিল্প: দেশের বড় বড় সিমেন্ট কোম্পানির কারখানা চট্টগ্রামে অবস্থিত, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছে।

কেমিক্যাল ও সার শিল্প: কৃষি ও শিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদনে এই খাত গুরুত্বপূর্ণ। KAFCO (কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি) এই খাতের অন্যতম বড় নাম।

জাহাজ ভাঙা শিল্প: সীতাকুণ্ড উপকূলে গড়ে ওঠা এই শিল্প বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ। পুরনো জাহাজ ভেঙে এখান থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ইস্পাত ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। তবে পরিবেশদূষণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার ঘাটতি সমাধান করা গেলে এই শিল্প আরও টেকসই হবে।

ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প: ওষুধ উৎপাদন খাতেও চট্টগ্রাম ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প বার্ষিক ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে, যা দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানির সম্ভাবনাও তৈরি করছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প: ২০০৮ সাল থেকে চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকশিত হয়েছে। Western Marine Shipyard সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, জার্মানি, কেনিয়া ও ভারতে জাহাজ রপ্তানি করছে। এই শিল্প ৪ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

চট্টগ্রামে Glaxo Smith Kline, Reckitt Benckiser, Unilever, James Finlay PLC, Berger, KAFCO, Coats Thread-এর মতো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক সদর দপ্তর রয়েছে, যা নগরীর ব্যবসায়িক পরিবেশের পরিপক্কতা প্রমাণ করে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ঈঝউ) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ৩০ বিলিয়ন ডলার বাজার মূলধন নিয়ে বর্তমানে এশিয়ার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বাজারে পরিণত হয়েছে।

ব্লু ইকোনমি ও সমুদ্র সম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশের জন্য ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতি একটি নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত, যেখানে চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি। মৎস্যসম্পদ, সামুদ্রিক খনিজ, শিপিং, পর্যটন এবং জ্বালানি–সবকিছু মিলিয়ে ব্লু ইকোনমি একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।

চট্টগ্রাম উপকূলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গভীর সমুদ্রের মাছ আহরণ বাড়ানো গেলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। একই সঙ্গে সামুদ্রিক খনিজ যেমন গ্যাস, খনিজ বালি ও অন্যান্য সম্পদ অনুসন্ধান দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সমুদ্রকেন্দ্রিক পর্যটন, যেমন ক্রুজ ট্যুরিজম এবং বিচ-ভিত্তিক রিসোর্ট, অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

তবে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে টেকসই ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। অতিরিক্ত আহরণ, দূষণ এবং পরিবেশগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ না করলে দীর্ঘমেয়াদে এই খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী নীতিমালা, গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্লু ইকোনমি চট্টগ্রামকে একটি আঞ্চলিক সামুদ্রিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

শিল্পনগরীর নতুন দিগন্ত: জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (মিরসরাই)

চট্টগ্রামের শিল্পায়নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে মিরসরাইয়ের জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (পূর্ব নাম: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, নভেম্বর ২০২৪ সালে নামান্তরিত)। চট্টগ্রাম ও ফেনীর মিরসরাই, সীতাকুণ্ড ও সোনাগাজী উপজেলায় বিস্তৃত প্রায় ৩৩,৮০৫ একর (১৩৬.৮০ বর্গকিলোমিটার) এলাকায় গড়ে ওঠা এটি দেশের বৃহত্তম পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন এবং চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই অঞ্চল একই সঙ্গে মহাসড়ক, রেলপথ, নৌপথ ও সমুদ্র যোগাযোগের সুবিধা ভোগ করছে।

২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে ১.২৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, পাঁচটি শিল্প ইউনিট সক্রিয়ভাবে উৎপাদন করছে এবং ২২টি নির্মাণাধীন রয়েছে। ১৫২টি ইউনিটে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮.৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা ৭৭৫,২২৮ জনের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে Adani Ports & SEZ Limited-এর সঙ্গে ভারতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১.১৩ বিলিয়ন ডলারের মাল্টি-মডেল লজিস্টিকস প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে বাস্তবতা হলো, প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাত্র ৪ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রধান সমস্যা হলো গ্যাস ও পানির সংকট। ২০২৭ সালের মধ্যে মেঘনা নদী থেকে পানি সরবরাহের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা রয়েছে। উন্নত অবকাঠামো, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং আধুনিক লজিস্টিক সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে এই অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শিল্প হাবে পরিণত হতে পারে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, "এই শিল্পনগরী পুরো চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্র পাল্টে দিতে সক্ষম।"

লজিস্টিকস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: অর্থনীতির প্রাণরস

চট্টগ্রামের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লজিস্টিকস ও পরিবহন ব্যবস্থা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দেশের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়কগুলোর একটি। প্রতিদিন হাজার হাজার ট্রাক, কন্টেইনার ও পণ্যবাহী যান চলাচল করে এই রুটে। কিন্তু যানজট, রাস্তার অবস্থা এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে পণ্য পরিবহনে সময় ও খরচ বেড়ে যায়। এর ফলে ব্যবসার "লিড টাইম" বৃদ্ধি পায় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ে।

এই সমস্যার সমাধানে ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ডাবল লাইন রেলপথ, অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন এবং অউই-অর্থায়নে চট্টগ্রাম বন্দর প্রবেশ সড়ক (১১.৫ কিলোমিটার, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে সংযোগকারী) প্রশস্তকরণ প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে Bay Terminal-এর সঙ্গে নিবেদিত রেল ও অভ্যন্তরীণ জলপথ সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই সংযোগ

বাস্তবায়িত হলে বন্দর থেকে সারাদেশে পণ্য পৌঁছানোর গতি ও দক্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

লজিস্টিকস সেক্টরের ডিজিটালাইজেশনও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। Bangladesh Single Window (BSW) ব্যবস্থা ১৯টি সংস্থার কাস্টমস সংক্রান্ত কার্যক্রম একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০২৪ সালের শেষের দিকে সরকার স্বয়ংক্রিয় কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি স্থাপন ও টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আধুনিকীকরণসহ বন্দরের ডিজিটালাইজেশনের একটি "স্মার্ট পোর্ট" রূপকল্প ঘোষণা করেছে।

কর্ণফুলী টানেল: নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত টানেল চট্টগ্রামের অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এটি দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি করেছে। এই টানেলকে কেন্দ্র করে যদি পরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন করা যায়, তাহলে এটি "ওয়ান সিটি, টু টাউন" মডেল হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

টানেলের উভয় প্রান্তে পরিকল্পিত আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প অবকাঠামো গড়ে উঠলে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট সমস্যারও সমাধান ঘটবে। ভবিষ্যতে কর্ণফুলী নদীর দুই তীরকে সমন্বিত অর্থনৈতিক করিডোর হিসেবে বিকশিত করা সম্ভব হলে এই টানেল হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার একটি নতুন অর্থনৈতিক হটস্পটের মূল চালিকাশক্তি।

গভীর সমুদ্রবন্দর: ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক গেম-চেঞ্জার

বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে গভীর সমুদ্রবন্দর অত্যন্ত জরুরি। Bay Terminal Marine Infrastructure Development Project (BTMIDP) হলো নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর, যা পতেঙ্গায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নির্মিত হবে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে ECNEC প্রায় ১৩,৫২৫.৫৭ কোটি টাকা (প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার) ব্যয়ে এই প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছে।

বর্তমান কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী টার্মিনালের ১০ মিটার ড্রাফট ও ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সীমাবদ্ধতার বিপরীতে, Bay Terminal ১২ মিটার ড্রাফট ও ২৮০-৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজ নোঙর করতে পারবে। এর ফলে পরিবহন খরচ কমবে, সময় সাশ্রয় হবে, রপ্তানি প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে। ২০২৫ সালের এপ্রিলে বিশ্বব্যাংক সামুদ্রিক অবকাঠামো সম্প্রসারণে ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। Abu Dhabi ভিত্তিক AD Ports Group প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে (মে ২০২৪)। Saudi Arabia ভিত্তিক Red Sea Gateway Terminal International ২০২৩ সালে ২২ বছরের চুক্তিতে Patenga Container Terminal পরিচালনা শুরু করেছে এবং এর সক্ষমতা ২৫০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ টিইইউএস-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শুধু বাংলাদেশের নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার একটি প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তবে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, শ্রমিক নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছ চুক্তির শর্ত নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা (UAE-তে DP World, রটারডামে APM Terminals) প্রমাণ করে যে সঠিক নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো থাকলে বিদেশি অংশীদারিত্ব জাতীয় মালিকানা ক্ষুণ্ন না করেই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

পর্যটন অর্থনীতি: সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর- পাহাড়, সমুদ্র, ঝর্না ও বনাঞ্চল মিলিয়ে এটি একটি অনন্য পর্যটন অঞ্চল। পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, বায়েজিদ লেক, পাতালি হিল, সীতাকুণ্ডের ঝর্না এসব স্থান পর্যটকদের আকর্ষণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি এবং কাছাকাছি দুনিয়ার দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার মিলিয়ে এটি একটি বিশাল পর্যটন করিডোরের অংশ। তবে পর্যটন খাত এখনো পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা, পরিবহন এবং আধুনিক পর্যটন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে এই খাত অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে পারে। বিশেষ করে কর্ণফুলী টানেল ও বঙ্গবন্ধু সুপার ডাইক কাম মেরিন ড্রাইভওয়ে চালু হলে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত একটি সংযুক্ত পর্যটন সার্কিট তৈরি হবে, যা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে।

গ্রিন ট্যুরিজম চট্টগ্রাম: টেকসই ভ্রমণের নতুন দিগন্ত

চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপার ভাণ্ডার, যেখানে পাহাড়, সমুদ্র, বন ও ঝর্ণার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে অনন্য পরিবেশ। এই বৈচিত্র্যকে কাজে লাগিয়ে "গ্রিন ট্যুরিজম" বা পরিবেশবান্ধব পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতন উদ্যোগের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে একটি টেকসই পর্যটন গন্তব্যে রূপান্তর করা সম্ভব।

চট্টগ্রামে গ্রিন ট্যুরিজমের অন্যতম ক্ষেত্র হতে পারে পাহাড়ি ও বনাঞ্চলভিত্তিক ইকো-ট্যুরিজম। সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক-এ ট্রেকিং, নেচার ওয়াক এবং ঝর্ণা দর্শনের মতো কার্যক্রম পরিবেশের ক্ষতি না করেই পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। এছাড়া পাহাড়ি গ্রামগুলোতে কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন চালু করা গেলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হবে। সমুদ্রকেন্দ্রিক গ্রিন ট্যুরিজমও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা। পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত-এ প্লাস্টিকমুক্ত সৈকত, সৌরশক্তি নির্ভর অবকাঠামো এবং পরিবেশবান্ধব বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা পাবে, অন্যদিকে পর্যটকদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হবে।

এছাড়া গ্রিন রিসোর্ট, অর্গানিক ফুড ট্যুরিজম এবং গ্রামীণ জীবনধারা অভিজ্ঞতা পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় কৃষি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে টেকসই পর্যটন মডেল তৈরি করলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–পর্যটনের উন্নয়নের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। সচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর নীতিমালা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে চট্টগ্রামে গ্রিন ট্যুরিজম বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

মানবসম্পদ ও শিক্ষা উন্নয়ন: চট্টগ্রামের টেকসই অগ্রগতির ভিত্তি

চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি হলো দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলা। বন্দরনির্ভর অর্থনীতি, শিল্পায়ন, লজিস্টিকস এবং প্রযুক্তিনির্ভর খাতের দ্রুত বিস্তারের ফলে এই অঞ্চলে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণব্যবস্থাকে সময়োপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক করা এখন অত্যন্ত জরুরি।

কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে উন্নীত করা প্রয়োজন। তরুণদের দক্ষ করে তুলতে স্বল্পমেয়াদি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা গেলে দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমুদ্র অর্থনীতি, বন্দর ব্যবস্থাপনা, সাপ্লাই চেইন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষায়িত কোর্স চালু করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে।

শিল্প-শিক্ষা সংযোগ জোরদার করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবে। এতে শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি হবে। ডিজিটাল শিক্ষা, অনলাইন লার্নিং এবং গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানোও সময়ের দাবি। একইসঙ্গে উদ্যোক্তা তৈরির ওপর গুরুত্ব দিলে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি নিরাপত্তা

বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে নবায়নযোগ্য শক্তির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে, আর এই ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উপকূলীয় ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রের নিকটতা এবং তুলনামূলক শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহের কারণে এখানে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকা যেমন বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে বায়ু শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। উইন্ড টারবাইনের মাধ্যমে বায়ুর গতিশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা সম্ভব, যা পরিবেশবান্ধব এবং দীর্ঘমেয়াদে সাশ্রয়ী। এছাড়া জোয়ার-ভাটার শক্তি ব্যবহার করেও সমুদ্রভিত্তিক টারবাইন স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চল, যেমন সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই, এই ধরনের বিদ্যুতের বড় ভোক্তা হতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস পাবে। পাশাপাশি এটি দেশের কার্বন নিঃসরণ কমাতেও সহায়তা করবে।

তবে এই খাতে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। পর্যাপ্ত বায়ু প্রবাহের নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব, উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। সবশেষে বলা যায়, চট্টগ্রামে টারবাইনভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুধু একটি বিকল্প নয়, বরং ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করা গেলে এই খাত দেশের টেকসই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট সিটি ও নগর পরিকল্পনা: চট্টগ্রামের টেকসই নগর ভবিষ্যৎ

চট্টগ্রাম দ্রুত বর্ধনশীল একটি মহানগরী, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ শহরের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে। এই বাস্তবতায় একটি পরিকল্পিত, প্রযুক্তিনির্ভর নগর ব্যবস্থাপনা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই "স্মার্ট সিটি" ধারণা চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্মার্ট সিটি মূলত এমন একটি নগর ব্যবস্থা, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবা সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করা হয়। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং নগর নিরাপত্তা–সবকিছুই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে একদিকে যেমন সেবার মান উন্নত হয়, অন্যদিকে সম্পদের অপচয় কমে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

চট্টগ্রামের অন্যতম বড় সমস্যা হলো যানজট। একটি সমন্বিত স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম–যেখানে সিগন্যাল অটোমেশন, রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং ট্রাফিক ডেটা বিশ্লেষণ থাকবে–তা চালু করা গেলে যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। একইসঙ্গে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শহরকে জলাবদ্ধতা ও দূষণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

পরিকল্পিত নগরায়ণও স্মার্ট সিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হলে অপরিকল্পিত বিস্তার কমবে এবং শহরের ভারসাম্য বজায় থাকবে। কর্ণফুলী নদীর দুই তীরকে কেন্দ্র করে "ওয়ান সিটি, টু টাউন" মডেল বাস্তবায়ন করলে শহরের চাপও কমানো সম্ভব। সবুজ এলাকা সংরক্ষণ, পার্ক ও উন্মুক্ত স্থান বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ স্মার্ট নগর পরিকল্পনার অপরিহার্য উপাদান। পাশাপাশি সৌরশক্তি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং টেকসই ভবন নির্মাণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

উপসংহার

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। এর উন্নয়ন মানেই দেশের উন্নয়ন। সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে চট্টগ্রাম খুব দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক হাবে পরিণত হতে পারে। দুবাই, সিঙ্গাপুর কিংবা হংকং-এর মতো শহরগুলো যেভাবে তাদের বন্দরকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, চট্টগ্রামও সেই পথ অনুসরণ করতে পারে।

২০২৪-২৫ সালের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট যদিও চ্যালেঞ্জিং- ৩.৪৯ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে কারখানা বন্ধ ও কর্মসংস্থান ক্ষতি- তবুও চট্টগ্রামের কাঠামোগত শক্তি অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০২৫ সালে বন্দরের রেকর্ড পরিচালনামূলক কর্মক্ষমতা প্রমাণ করেছে যে এই মহানগরীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ঘটনায় স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

এজন্য প্রয়োজন- Bay Terminal-এর দ্রুত বাস্তবায়ন, বন্দরে দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছ পরিচালন নীতি, জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উপযোগিতা ও শিল্প-বান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করা, লজিস্টিকস ও সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক ট্রানজিট সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সমন্বিত পরিকল্পনা। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে চাইলে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করেই অর্থনৈতিক রূপান্তরের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, চট্টগ্রামই পারে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক অর্থনীতির এক শক্তিশালী খেলোয়াড়ে পরিণত করতে।

সূত্র: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিশ্বব্যাংক, FICCI Bangladesh, TBS News, New Age BD, Wikipedia Economy of Chittagong

লেখক পরিচিতি: *অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, উপাচার্য, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং*

সাদিদ রেজা চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আরিয়ান বাংলাদেশ লিমিটেড

অধরা চট্টগ্রাম উৎসব: একটি বিস্মৃত স্মৃতি

মিনার মনসুর

দেশবরেণ্য চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম তখন চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকার সভাপতি। সমিতির উদ্যমী কয়েকজন নেতাকর্মী একদিন আমাকে পাকড়াও করলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে মনে আছে– এস এম ইউসুফ ও ড. সেলিম জাহাঙ্গীর। জাতীয় পর্যায়ের ডাকসাইটে নেতা হিসেবে ইউসুফ ভাইয়ের তখন অনেক নামডাক। সেলিম ভাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে আমার উর্ধ্বতন সহপাঠী ছিলেন। উভয়েই আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁরা বললেন, তুমি তো ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতি সম্পর্কে জানো। এটি ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান। তার ভিত্তি খুব মজবুত। সমিতির মধ্যে এখন নতুন প্রাণ নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারের চিন্তাভাবনা চলছে। তোমাদের মতো সৃজনশীল তরুণদের সম্পৃক্ততা ছাড়া তো সেটা সম্ভব নয়। তারপরই আমার উদ্দেশ্যে সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন: 'বলো, তুমি কীভাবে সহায়তা করবে?'

আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন শেষ করে মাত্র ঢাকায় এসেছি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে। সমিতির কার্যালয় থেকে হাঁটা দূরত্বে– ইনার সার্কুলার রোডে আমার অফিস। দাপ্তরিক কাজের বাইরে লেখালেখি আর আড্ডা দিয়ে সময় কাটে। বললাম, 'সমিতি যদি সৃজনশীল কাজকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে তো আমরা সানন্দে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বো।' ব্যাপক কৌতূহল নিয়ে তাঁরা জানতে চাইলেন, 'সেটা কী রকম?' বললাম, 'যেমন– চট্টগ্রাম সমিতি প্রতি বছর ঢাকায় যে-মেজবান করে সেখানে বিপুল জনসমাগম হয়। এটাও এক ধরনের সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা বৈকি। নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানুষের এ আগ্রহ ও আকুলতাকে কাজে লাগিয়ে আরও বড় কিছু করা যায়।' এটুকু বলে আমি থামলাম। তাকালাম তাঁদের মুখের দিকে। ভেবেছিলাম ছোট মুখে বড় কথা শুনে তাঁরা খুব বিরক্ত হবেন। কিন্তু দেখলাম বিপরীত এক চিত্র। প্রশ্রয়ের সুরে তাঁরা বললেন, 'বলো, কী কী করা যায়?'। বললাম, "আপাতত একদিনের মেজবানের সাথে একই ভেন্যুতে দুই দিনের একটি 'চট্টগ্রাম উৎসব' যুক্ত করা যায়। উৎসবটি হবে আগে, মেজবান পরে। অর্থাৎ সমগ্র আয়োজনটি হবে তিনদিনের। দুইদিনের চট্টগ্রাম উৎসব সমাপ্ত হবে তৃতীয় দিনের মেজবান দিয়ে।" তাঁরা খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন দীর্ঘ সময় ধরে। চট্টগ্রাম উৎসবের ধারণাটি যে তাঁদের খুব মনঃপুত হয়েছিল সেটা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

কয়েকদিন পরেই আমার ডাক পড়লো প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেবের সেন্ট্রাল রোডের বাসায়। সেলিম ভাই আমাকে আগেই সতর্ক করলেন এই বলে যে সেখানে চট্টগ্রামের গুণীজনরা উপস্থিত থাকবেন। আমি যেন 'স্যার'কে চট্টগ্রাম উৎসবের ধারণাটা গুছিয়ে উপস্থাপন করি। একই সঙ্গে অন্যদের এ-সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের জন্যও তৈরি থাকি। এ নিয়ে সেলিম জাহাঙ্গীর নিজেও খুব উত্তেজিত ছিলেন। তিনি আপাদমস্তক সংস্কৃতির মানুষ। তিনি জানেন, সমিতির সামর্থ্য আছে। এ ধরনের কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– অর্থবল ও জনবল। এ দুটি ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সমিতি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই বলা চলে। সংগত কারণেই সমিতি সংস্কৃতিমুখী হলে তাঁর মতো মানুষেরা স্বস্তিবোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক।

সভাটি ঘরোয়া হলেও সেদিন উপস্থিতি একেবারে কম ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের আধিক্য ছিল। ছিলেন কয়েকজন সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী। সম্ভবত কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ও সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দিও ছিলেন। আমার বিশেষভাবে মনে আছে অধ্যাপক মনসুর মুসার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নামটি মনে করতে পারছি না। পরিচয়পর্ব শেষে প্রফেসর নূরুল ইসলাম সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমার আইডিয়াটা শুনে তো ভালোই মনে হয়েছে। এখন সবাইকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলো।' আমি একটুকরো কাগজে সংক্ষিপ্ত একটা নকশা বা সংক্ষিপ্ত ধারণাপত্র তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটিই নিজের মতো করে উপস্থাপন করি।

বলি যে বাংলাদেশের অভিন্ন ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অংশ হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম আলাদা। চট্টগ্রাম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তার ভাষা, সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচরণসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা প্রতিভাত। এ স্বাতন্ত্র্যের সুপরিচিত একটি উদাহরণ হিসেবে মেজবানের কথা বলা যায়। এটি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যের অংশ হলেও তার প্রভাব এখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে বাঙালি-অধ্যুষিত সব জনপদে। কারণ এর অনন্যতা। প্রায় অনুরূপ অনন্যতা রয়েছে চট্টগ্রামের ভাষা ও সংগীতে; এমনকি এ অঞ্চলের মানুষের মানসিক গঠনের মধ্যেও। মজ্জাগতভাবে তারা স্বাধীনচেতা। দ্রোহ মিশে আছে এখানকার জল-হাওয়ায়। অন্যদিকে, চট্টগ্রামের গান কিন্তু ইতোমধ্যেই মেজবানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে।

সর্বোপরি, ঐতিহ্যগতভাবে চট্টগ্রাম একটি সমৃদ্ধ জনপদ। বিস্তীর্ণ তার পার্বত্য অঞ্চল। পৃথিবীর দীর্ঘতম তার সমুদ্র সৈকত। হাজার বছরের বহুজাতিক বাণিজ্যের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বিশ্বখ্যাত তার বন্দর– যা এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে

বিবেচিত। সব মিলিয়ে বৃহত্তর যে চট্টগ্রাম– তার ভৌগলিক গঠন এবং ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও জীব বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে বিরল ও গর্ব করার মতো একটি সম্পদ। কিন্তু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরিসরে এসবের কোনো প্রচার ও প্রসার নেই। নেই ন্যূনতম স্বীকৃতি। বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে চট্টগ্রামের প্রতি উপেক্ষাই যেন ক্রমবর্ধমান।

দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলি যে ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতি এক্ষেত্রে একটি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে। পথ দেখাতে পারে অন্যদের। সর্বোপরি, খুলে দিতে পারে দীর্ঘ উপেক্ষিত ঐতিহাসিক এ অঞ্চলটির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্বার। এ কাজটি শুরু করার জন্য বিস্তর কাঠখড় পোড়ানোর দরকার হবে না। আপাতত শুধু সমিতির ইতিবাচক মানসিকতা ও সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। চমৎকার একটি মঞ্চ তৈরি আছে। আছে মঞ্চটিকে ঘিরে বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসীর বিপুল আগ্রহ ও অংশগ্রহণ। সেই মঞ্চটি হলো বার্ষিক মেজবান। তার সময়সীমাটা শুধু দুদিন বাড়াতে হবে। আর কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য মূল কমিটির তত্ত্বাবধানে পৃথক একটি 'চট্টগ্রাম উৎসব বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করতে হবে। সেই কমিটি প্রয়োজনমতো উপকমিটি গঠন করে দায়িত্ব ভাগ করে নেবে নিজেদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত আরও বলি যে দুইদিনব্যাপী চট্টগ্রাম উৎসবের জন্য প্রতিবছর একটি মূল থিম নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেটি হতে পারে– চট্টগ্রাম বন্দর (বাণিজ্য), হতে পারে– কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত (পর্যটন), হতে পারে– পার্বত্য জনপদ (ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও জীববৈচিত্র্য), হতে পারে– বলী খেলা বা লোকসংগীত (সংস্কৃতি-ঐতিহ্য)। সেই থিমের আওতায় প্রতিবছর কমপক্ষে চারটি বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত হতে পারে প্রদর্শনী/মেলা ও মুক্ত আলোচনা/সেমিনার। ধরা যাক, বিষয় নির্বাচন করা হলো– 'পার্বত্য জনপদের ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক ও জীববৈচিত্র্য'। এ বিষয়ের ওপর আকর্ষণীয় মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। সেখানে পাহাড়ি জনপদের প্রত্যেকটি জাতি-গোষ্ঠী তাদের উৎপাদিত পণ্য যেমন প্রদর্শন করবে, তেমনি মঞ্চে উপস্থাপন করবে নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। পাশাপাশি এ নিয়ে মুক্ত আলোচনা বা জ্ঞানগর্ভ সেমিনার হবে। সেখানে বিশেষজ্ঞ/উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। খোলামেলা আলোচনা হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গুণীজনদের সম্মাননা/সংবর্ধনা প্রদানও হতে পারে উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবে দিনে দুটো করে দুদিনে চারটি সেমিনার বা আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

বক্তব্য শেষ করার আগে আমি বললাম, সংক্ষেপে এটাই হলো প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম উৎসবের প্রাথমিক রূপরেখা। একবার বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেলে ক্রমে এর সঙ্গে আরও নতুন নতুন ধারণা যুক্ত হবে এবং তা একটি পরিণত রূপ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার উপস্থাপনার পর অধ্যাপক মনসুর মুসা প্রতিটি বিষয় আরও বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের একটি উৎসবের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ। এ নিয়ে খুব প্রাণবন্ত আলোচনা হয়েছিল। উপস্থিত প্রায় সবাই অংশ নিয়েছিলেন সেই আলোচনায়। প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে গৃহীত হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে অনতিবিলম্বে এর বাস্তবায়ন শুরু হবে। প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেব প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে প্রস্তাবটি সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় গৃহীত হবে সর্বসম্মতভাবে। কিন্তু সেটি হয়নি। কেন হয়নি তা আমার কখনো জানা হয়নি। কেউ তা জানাবার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

পুনশ্চ: প্রায় তিনযুগের ব্যবধানে আজ সমিতির নবনির্বাচিত একটি কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক হতে যাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে বিস্মৃতির বিস্তর ধুলোবালির ভেতর থেকে প্রস্তাবটি যেহেতু পুনরুদ্ধার করা গেছে– নতুন নেতৃত্ব তা আরেকবার নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। সেই যে শৈশবে আমরা পড়েছিলাম, "যেখানে দেখিবে ছাই/উড়াইয়া দেখ তাই/পাইলেও পাইতে পারো/মানিক রতন।" –অনেকটা সেরকম আর কী! আরও দুয়েকটি বিষয় মাথায় ঘুরঘুর করছে। সমিতির নেতৃবৃন্দ আগ্রহী হলে পরবর্তী কোনো সভায় আমি তা লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে পারি। আমি জানি না যুগ যুগ ধরে নানা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে এসেছেন চট্টগ্রামের এমন গুণীজনদের কোনো হালনাগাদ ডাটাবেস সমিতির কাছে আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তা তৈরি করা দরকার। তার ভিত্তিতে নানা উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যারা অর্থাভাবে চিকিৎসা নিতে পারছেন না বা অন্যবিধ অসহায়তার মধ্যে আছেন– জরুরি ভিত্তিতে তাদের সম্মানজনক সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

[লেখক একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও প্রাবন্ধিক এবং সমিতির জীবনসদস্য]

চট্টগ্রামে সদঅর/ সওদাগর/সদাগর প্রথার উৎপত্তি ইতিহাস

রশীদ এনাম

সদঅর ফারসি শব্দ। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলে সদঅর। সওদাগর বলতে ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণিকে বুঝায় যা পরবর্তীতে পেশায় রূপ নেয়। সদাইপাতি বা বেচাকেনা। যাঁরা ব্যাবসাবাণিজ্য করেন তাদেরকে সওদাগর বলা হয়। সওদাগর শব্দটি চট্টগ্রামে বেশি প্রচলিত। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের আঞ্চলিক ভাষায় সদঅর বলা হয়।

সওদাগর শব্দটি আমাদের এবং চট্টগ্রামের মানুষের সাথে সওদাগর প্রথাটি কালের সাক্ষী বহন করে আসছে। চট্টগ্রাম এবং সওদাগর যেন একই সুতোই গাঁথা। সওদাগর শব্দটি কখন কীভাবে কত সালে প্রচলন হয়েছিল বলা মুশকিল তবে সওদাগর শব্দটির সাথে বণিক শ্রেণির মানুষের সাথে যে মেলবন্ধন তা জানার চেষ্টা করেছি মাত্র।

সওদাগর শব্দের গোড়াপত্তন জানার পূর্বে চট্টগ্রামের বয়স কত জানা প্রয়োজন ।

প্রাচীন গ্রিক ও মিশরীয় ভৌগোলিকদের বর্ণনায়ও চট্টগ্রামের কথা রয়েছে। ভূগোলবিদ টলেমি, প্লিনি এবং এক অজানা গ্রিক নাবিকের লেখা রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচিত পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সি নামক তে "পেন্টাপোলিস" চট্টগ্রামের ক্ল্যাসিকাল নাম। সেই থেকে ধারণা করলে চট্টগ্রামে জনবসতির বয়স প্রায় দুই হাজার বছর পুরানো। মহাভারত রচিত হয়েছিল খ্রিষ্টের সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে মহাভারতের নানা শ্লোকে আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ, কাঞ্চননাথের উল্লেখ আছে। তাই যদি হয় চট্টগ্রামের বয়স হবে প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার বছর। নৃতাত্ত্বিক সময় গণনার হিসাব অনুযায়ী নব্যপ্রস্তর যুগ ছিল খ্রি. আড়াই হাজার বছর আগে। সে হিসাব ধরা হলেও চট্টগ্রামের বয়স প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে। হরিকেল থেকে চট্টগ্রাম কেউ কেউ বলেন, চট্টগ্রামের বয়স হাজার বছর কেউবা বলেন প্রায় ১৫০০ বছর প্রকৃতপক্ষে কোনোভাবে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দাঁড় করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের প্রকৃত বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে আদি শহরের নাম চট্টগ্রাম।

এবার জানা যাক চট্টগ্রামে কীভাবে কারা সর্বপ্রথম বাণিজ্য বা সওদাগরি প্রথা চালু করেন।

আরব বণিকরা প্রথম চট্টগ্রাম বন্দর হয়েই বঙ্গ কামরূপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য শুরু করেন।

১২০৩ সালে মুসলিম শাসকরা যখন উপমহাদেশে এসেছিলেন তারও পূর্বে চট্টগ্রামে সুফি সাধকরা এসেছিলেন ইসলাম প্রচার করতে। এবং তাঁরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অষ্টম শতকের ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আরব বণিকদের নৌবাণিজ্যকালে চট্টগ্রামে বন্দরে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপে বাগদাদের খলিফা হারুন অর রশিদের একটি মুদ্রা পাওয়া যায় (৭৮৬-৮০৪)। সেই থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আরব বণিকরা সর্বপ্রথম সওদাগর প্রথা চালু করেছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে (৭ম-১২শতক) চট্টগ্রামে আরব বণিকরা বাণিজ্য করতে আসেন। কর্ণফুলি নদীর যে স্থানটিতে আরবদেশের নাগরিকরা ব্যাবসাবাণিজ্য করত। বিশেষ করে তাঁদের জাহাজ যে ঘাটে অবস্থান করত। সেটিকে বলা হতো সুলকুল বহর। সুলকুল বহরের অর্থ ছিল বাণিজ্য তরি বা জাহাজের বিরতি স্থান পোতাশ্রয়। জাহাজ ভিড়ত সুলকুল বহরে। কালের বিবর্তনে এর নামকরণ হয় শুলকবহর। আরব বণিকরা চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার জন্য আসলে দীর্ঘদিন থাকতেন না। স্বল্পকালের জন্য আসতেন। তিন থেকে ছয়মাস সদাইপাতি করে বাণিজ্য কাজকাম শেষ করে অন্য বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতেন। তাদের ব্যাবসার উপকরণ ছিল, মুসব্বর, ঘৃতকুমারী, আগর কাঠ, লবঙ্গ, মসলিন, গন্ডারের শিং। আলকরন আরবি শব্দ, এর অর্থ গন্ডার বা মহিষের শিং। আলকরনে ছিল গন্ডার/মহিষের শিং এর আড়ত। একসময় শিংগুলো মধ্যেপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশসমূহে রপ্তানি করা হতো। ধারণা করা হয় অষ্টম-নবম শতক থেকে সওদাপাতি থেকে সওদাগর শব্দটির উৎপত্তি।

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ও পর্যটক ভাস্কো দা গামার ভারত আগমনের পর ১৫১১ সালে পর্তুগিজরা মালাক্কা দখল করে নেয়। সে সময় থেকে বাংলার সমুদ্রপথে যাতায়াত বেড়ে যায়। ১৫১২ সালে এস্তাদো দা ইন্ডিয়া থেকে জোয়াও দা সিলভিয়ার নির্দেশে চারটি

জাহাজের একটি গোয়া থেকে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছে। তাদের পরে পর্তুগাল রাজ্য থেকে শাহি বাংলার বিভিন্ন দূত প্রেরণ করে পরে ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে ধনী অঞ্চল হিসেবে শাহি বাংলার খ্যাতি ছিল। ১৫১৭ সালে বাংলায় চট্টগ্রামে প্রথম পর্তুগিজরা কারখানা স্থাপন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে সুলতান হোসেন শাহ শাসন করেন। পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গি বলা হতো তারা পাথর ঘাটা এবং ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় বাস করত। ১৫২৮ সালে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পর্তুগিজরা একটি কারখানা ও কাস্টম ঘর স্থাপন করেন। তখন পর্তুগিজ সম্প্রদায়ের বিস্তার ঘটে। পর্তুগিজরা চট্টগ্রামের অদূরে দেয়াং এলাকায় বিশাল নৌ এবং সামরিক দুর্গ স্থাপন করেন। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজদের চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি ও গির্জা নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের শুল্ক আদায়ের অধিকার প্রদান করেন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের শুল্ক সংগ্রহ কেন্দ্র ও সামগ্রীর আড়ত স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এসে এলাকাটিকে ফিরিঙ্গি বাজার নামে খ্যাত হয়। চট্টগ্রামের পর্তুগিজদের কালের সাক্ষী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে অবস্থিত পর্তুগিজ ভবন। চট্টগ্রামের প্রথম আদালত ভবনটিও পর্তুগিজদের সাক্ষ্য বহন করে। রোম সাম্রাজ্য বিজেতা তুর্কিদের রুমি নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের সাথে রুমিদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। রুমিদের বাণিজ্য জাহাজ যে স্থানে নোঙর ফেলত সে স্থানকে রুমিঘাট বলা হতো। ফরহাদ বেগের উত্তর পাশে রুমঘাটা নামে পরিচিত। চাক্তাই ছোটো আকারের খাল প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলির সাথে মিলেছে পাশে রুমঘাটা। পর্তুগিজদের জলদুস্যতার জন্য তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ শের শাহের আক্রমণে ভীত হয়ে ১৬৬৮ সালে মোগল নৌবাহিনী আরকানদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর উদ্ধার করে এবং পর্তুগিজরা এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। সে সময় থেকে এ অঞ্চলে সূক্ষ্ম সিল্ক, সুতির মসলিন, টেক্সটাইলস, মসলা, চাল, কাঠ লবণ এবং গানপাউডার ইত্যাদির ব্যাবসার প্রচলন ছিল।

* সওদাগর শব্দটির প্রচলন পুঁথি সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিখ্যাত চরিত্রে দেখা যায়। কালের সাক্ষী ভেলুয়ার দিঘির ইতিহাসেও সওদাগর শব্দটি আছে। ভেলুয়ার দিঘিটি চট্টগ্রাম পাহাড়তলী রেলওয়ে স্টেশনের পেছনে পাহাড়তলী বাজার সংলগ্ন। কথিত আছে যে গৌড়ের সুলতান নসরত শাহর রাজত্বকালে যমুনা তীরে আড়াই চান সওদাগরের নামক এক ব্যক্তি বসবাস করতেন। তাঁর পুত্রের নাম আমির সওদাগর। আমিরের স্ত্রীর নাম ভেলুয়া সুন্দরী। চট্টগ্রামে এক সওদাগর সেখানে বাণিজ্য করতে গিয়ে ভেলুয়া সুন্দরীকে চুরি করে নিয়ে যান। পরবর্তীতে আমির সওদাগর চট্টগ্রামে এসে ভেলুয়া সুন্দরীর অপহরণকারীদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হন এবং ভেলুয়াকে অপহরণকারী সওদাগরের শিরশ্ছেদ করেন এবং তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ভেলুয়া সুন্দরীর নামে একটি দিঘিও খনন করেন। আমির সওদাগরের সুন্দরী স্ত্রী ভেলুয়া স্মৃতি বিজড়িত 'ভেলুয়া দিঘি' বা 'ভল্লর ডি' চট্টগ্রামের কালের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানায় অবস্থিত চাঁদ সওদাগরের দিঘিতে ও সওদাগর শব্দটি পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগর ছিলেন পাল যুগের একটি চন্দ্র বংশ আরকান রাজ্য শাসন করেন। এই চন্দ্র বংশের প্রভাবশালী রাজা শ্রীচন্দ্রদেবকে ইতিহাসের চাঁদ সওদাগর বলে মনে করা হয়। আনোয়ারা থানার চম্পকনগরের কোটিশ্বর নামক এক রাজার পুত্র ছিলেন শ্রী চন্দ্রদেব। চাঁদ সওদাগরে ১৪ টি ডিঙা ছিল এসব নিয়ে তিনি দেশে বিদেশে ভ্রমণ করতেন। চাঁদ সওদাগর দিঘিটি আনোয়ারার কোরিয়ান রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে অবস্থিত। দিঘি নিয়ে রূপকথার গল্পের মতো লোকমুখে প্রচলিত নানা কথা। এজে চৌধুরী কলেজের প্রভাষক ফরিদা ইয়াসমিন জানান, "আগেকার দিনে বিয়ে-শাদি কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে হাঁড়িপাতিলের প্রয়োজন হলে দিঘির পাড়ে বা ঘাটলায় এসে মুখে আবেদন করত। সাথে সাথে একটি বড়ো সাম্পান ভেসে উঠত, সাম্পানে থাকত বিয়ে-শাদির প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী। বিয়ে-শাদির উপকরণ সামগ্রী ব্যবহারের পরে তা আবার দিঘিতে এসে সাম্পানে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। সাম্পানটি অলৌকিকভাবে সামগ্রী নিয়ে ডুবে যেত। একদা গ্রামে এক বুড়ি লোভ করে একটি দামি লবণের বাটি রেখে দিলে ডুবন্ত সাম্পানটি আর কখনো ভেসে ওঠেনি।"

আদি গ্রাম চক্রশালায়ও সওদগার শব্দটি পাওয়া যায়।

চক্রশালা চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কচুয়াই ইউনিয়নে অবস্থিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি আরবদেশের কোরাইশ বংশীয় এবং আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ও চন্দ্রাবতীর কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর স্মৃতি বিজড়িত চক্রশালার গ্রামের আদি নাম ছিল 'চাষখোলা'। চক্রশালায় একসময় পালি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অনেকে চক্রশালা রাজ্যকেই আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন। চক্রশালার উত্তরে রাজঘাটা ইশকুলের পূর্বধারে ইষ্টকরাশিপূর্ণ এক উচ্চ ভিটা ছিল। আগেকার দিনে তাতে কেউ কেউ গুপ্তধন লাভ করার কথাও প্রচলন আছে। চক্রশালা গ্রামের বিখ্যাত ভিটাটি অনেকের কাছে সওদাগর ভিটা নামে পরিচিত ছিল। অনেকে সওদাগর ভিটাকে মণি ভদ্ররাজার বাড়ি ভিটা বলে জানত।

* বাংলাদেশের সদঅর/ সওদাগরদের সূতিকাগার হলো চট্টগ্রামের চাক্তাই, আসাদগঞ্জ ও খাতুনগঞ্জ

* চাক্তাই : চাক্তাই চট্টগ্রামের পাইকারি ও খুচরা সদাইপাতি ও ব্যাবসার জন্য আদিকাল থেকে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। চাক্তাই একসময় কর্ণফুলি নদী গর্ভে ছিল। পরবর্তীতে নদীর তলদেশ থেকে জেগে ওঠা একটি পুরাতন শহর। চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের কাছে এটি অনেকটা চাক্তাই খাল নামে পরিচিত। এই খালে সাম্পানে এবং নৌকায় করে মালামাল নিয়ে আসত এবং অনেকে চাক্তাই থেকে

মালামাল ক্রয় করে তা আবার সাম্পানে করে বহু দূর দূরান্তে নিয়ে যেত। চাক্তাই খালের পাড়ে চট্টগ্রামের বড়ো বড়ো সওদাগররা দোকানপাট পাইকারি বাজার খুলে বসে আছে। চাক্তাই ছোটো-বড়ো সকল ব্যবসায়ীরা একে অন্যকে সদর বা সওদাগর বলে সম্বোধন করে থাকেন।

* আসাদগঞ্জ : আসাদগঞ্জ চট্টগ্রামে আদিকাল থেকে ব্যবসায়ী সওদাগরদের বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। আসাদগঞ্জ নামটি মূলত পটিয়া থানার বড়ো উঠোনের জমিদার আসাদ আলী খাঁর নামে নামকরণ করা হয়। আসাদ আলী খাঁ জাহাজের ব্যাবসা করতেন বলে আসাদ আলী সওদাগর বলা হতো। আসাদগঞ্জে রয়েছে চট্টগ্রামের বনেদি পরিবারের বড়ো বড়ো সওদাগররা।

* খাতুনগঞ্জ : আদিকাল থেকে খাতুনগঞ্জে রয়েছে চট্টগ্রামের বৃহত্তম পাইকারি বাজার। হামিদুল্লা খাঁ প্রথমে একটি বাজার স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী খাতুন বিবির নিজস্ব জমিতে ক্রমান্বয়ে দোকানপাট স্থাপিত হয়। তখন থেকে খাতুন বিবির নামে খাতুনগঞ্জের নামকরণ করা হয়। খাতুন বিবির আদি নিবাস হলো চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানায়। আবার এও কথিত আছে যে, কোতোয়ালি থানার ধনবান ব্যক্তি তবিয়ত খান সওদাগরের স্ত্রী জিন্নত খাতুনের নামে জমি ক্রয় করেছিলেন। উক্ত জমির উপর দিয়ে মিউনিসিপালটি রাস্তা তৈরি করার পর ঐ এলাকাটি খাতুনগঞ্জ নামে পরিচিত। চট্টগ্রামের বড়ো বড়ো সওদাগরদের পাইকারি খুচরা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া খাতুনগঞ্জে বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

দেশের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী বা সওদাগরদের ব্যাবসার প্রাণকেন্দ্র এবং সওদাগরদের সূতিকাগার বলা হয় চাক্তাই, আসাদগঞ্জ ও খাতুনগঞ্জকে। সমগ্র দেশের মানুষের কাছে এক নামে পরিচিত দেশের বৃহত্তম পাইকারি ও খুচরা ও কাঁচাবাজারের মার্কেট হলো চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোটো-বড়ো সওদাগররা প্রতিদিন সকালে এসে সদাইপাতি করে নিয়ে যায়। প্রতিদিন চাক্তাই, আসাদগঞ্জ, খাতুনগঞ্জে সওদাগররা কোটি কোটি টাকার ব্যাবসা পরিচালনা করে থাকে। সওদাগর শব্দটি চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে এখন দেশের প্রতিটি জেলায় ও উপজেলায় এবং বিদেশে পৌঁছে গেলেও সদঅর বা সওদাগর শব্দটি চাটগাঁইয়াদের।

তথ্য ঋণ : চট্টল গবেষক আবদুল হক চৌধুরীর রচনাবলী এবং অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন, নৃবিজ্ঞানী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। রশীদ এনাম, লেখক ও গবেষক, সমন্বয় সহকারী ইতিহাসের খসড়া, জীবন সদস্য ২৭৭৪/১০, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা।

কাক-কোকিলের গল্প

নীতি কবিতা

বিমল গুহ

সকাল বেলা পাখির ডাকে নিত্য ভাঙে ঘুম
ওরাই যেন পাশের বাড়ির আত্মীয়-কুটুম,
দোয়েল কোয়েল ময়না টিয়া
ভাত শালিক আর লাল মুনিয়া
কাঠঠোকরা তিলাঘুঘু কবুতরের ডাক
শুনি বাকুম বাক।

পানকৌড়ি ডাহুক চড়াই মাছরাঙা টুনটুনি
হলদে পাখি বুলবুলি চিল কোকিলের গান শুনি,
শ্যামা ফিঙে হাজার পাখির ঝাঁক
তবুও খোকার ভীষণ প্রিয় কাক;
কাকের সাথে কুটুম্বিতা কাকের সাথে খেলা
সকাল-সন্ধ্যেবেলা।

পড়াতে তার মন বসে না জানলা ধরে থাকে
চাঁপার গাছে কাকের বাসা হাজার স্বপ্ন আঁকে
সারাটা দিন বলাবলি
জানলা ঘেঁষে চাঁপার কলি
সাদা কিংবা হলদে আভায় রঙ ছড়িয়ে ফোটে
স্বপ্ন যেন সত্যি হয়ে ওঠে।

চাপার ডালে সারাবেলা কাকের জটলা হয়
কাকের নাকি সাহস বেশি তাইতে খোকার ভয়,
হঠাৎ যদি ঠোকর মারে
দেখতে থাকে আড়ে আড়ে
একটা দুটা খড়বিচালিকাক-মা আনে ঠোঁটে
ভয় পায় না মোটে।

ছ'সাত দিনে উঠলো গড়ে ছোট্ট খড়ের ঘর
ইচ্ছেমতো কাক-বাবা-মা সাজালো দিনভর,
কালবোশেখির এমন মাসে
বৃষ্টি আসে তুফান আসে
কাক বাবা-মা নিজের ঘরে চুপটি বসে থাকে
সকাল বিকাল খোকাই খবর রাখে!

কাক তো জানি চালাক পাখি– সারাটা দিনভর
কাক-বাবা তো বাইরে থাকে, কাক-মা সাজায় ঘর।
বোশেখ মাসের থাকতে বাকি
ডিম পাড়ে কাক-কোকিল পাখি
মা-পাখিটি এই সময়ে বাসায় বসে থাকে
কাক-বাবাটি বাইরে খবর রাখে।

বাবা মায়ের হাজার স্বপ্ন চোখের কোণে ভাসে
সাদা-কালো মেঘের ফাঁকে ভোরের সূর্য হাসে,
চৈত্র মাসের এমন দিনে কোকিল পাগলপারা
মিষ্টি সুরে মাতিয়ে তোলে পাড়া
দিনরাত্রি মেঘের ডানায় ভেসে বেড়ায় মন
চাপার ডালে মা-পাখিটি থাকে সারাক্ষণ।

কোকিল মা-তো সুযোগ খুঁজে বেড়ায়
কাকের বাসা দেখলে পরে দৃষ্টি কি আর এড়ায়
কিছু সময় দ্বন্দ্বে ভোগে
চুপটি করে এই সুযোগে
কাকের বাসায় ডিম পেড়ে সে ধরে মধুর তান
মনের সুখে কোকিল বাবার উঠলো নেচে প্রাণ।

মা-কোকিল আর বাবা-কোকিল বসলো শিমুল গাছে
দেখতে পেলো কাক বাবা-মা আশেপাশেই আছে।
ওদের এসব কিচ্ছুটি নেই জানা
ডিম দেখে তো কাক-বাবা-মা খুশিতে আটখানা;
সারাটা দিন ডানার আড়াল ডিমকে দিলো তা
তাইরে নারে তাইরে নারে না!

দিন না-যেতে কাক-মা পাখি ডিম দিলো আর-দুটি
চারটা ডিমে তা' দিয়ে দিন কাটছে মোটামুটি।
কী আনন্দ কাকের বাসায়
ফুটবে ছানা এমন আশায়
কাক বাবা-মা বসেই থাকে সকাল সন্ধ্যাবেলা
চতুর কোকিল তাকিয়ে দেখে– কী এক মজার খেলা!

দিন গড়ালে কাক-মা পাখি ফোটাই আপন ছানা
কিচিরমিচির কিচিরমিচির হিসেব তো নেই জানা!
কাক-কোকিলের বাচ্চাগুলি
দিনরাত্তির শিখছে বুলি
কোকিল দূরে তাকিয়ে দেখে নিজের ছানা দুটি
দিনে দিনে হচ্ছে বড় খাচ্ছে লুটোপুটি।

একদিন এক সকালবেলা কাক গিয়েছে দূরে
চাঁপার গাছে কোকিল মা-টি আসলো হঠাৎ উড়ে;
দেখলো যখন নিজের ছানা
চেঁচিয়ে বলে– কিসের মানা
আয় উড়ে আয় আমার কাছে, আয় উড়ে এক্ষুণি
তোদের অপেক্ষাতেই আছি দিনরাত্তির গুনি!

কোকিল ছানা আসলো উড়ে আপন মায়ের কাছে
সুযোগ পেয়ে এখন তাদের পালিয়ে পরাণ বাঁচে।
পেলো তারা আসল মায়ের কোল
দিনে দিনে শিখছে নিজের বোল;
ভালোই আছে বাচ্চা দুটি মায়ের পাখার উমে
ভালোই আছে জড়িয়ে মা-কে দুপুরে ভাতঘুমে।

বিকেলবেলা সেই ছানাকে কোকিল মায়ের পিছু
উড়তে দেখে কাক বাবা-মা বললো না আর কিছু।
বুঝলো এ তো মিথ্যে ছানা ডাহা
এই এতকাল হয়নি জানা– আহা!
আগে থেকেই ভাবতে হবে কে আপন, কে পর;
তা না হলে পস্তাতে হয় জনম জনমভর।

আইনের হাতে খড়ি

এডভোকেট সৈয়দ ইরফান

শুরুর পথে কাঁটা থাকে, তবু থামে না গতি,
আইনজীবীর প্রথম জীবন লড়াইয়েরই স্মৃতি।
ফাইলভরা দিন কাটে, অপেক্ষারই সময়,
স্বপ্নগুলো বুকের মাঝে জেগে থাকে নির্ভয়।

কোর্টের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আসে নতুন ভোর,
পরিশ্রমের ঘামে লেখা সাফল্যেরই ডোর।
কখনো থাকে নিঃসঙ্গতা, কখনো থাকে চাপ,
তবু ন্যায়ের ডাকে জাগে সাহসী প্রতিচ্ছাপ।

আজ যে নবীন সংগ্রামী, কাল সে হবে নাম,
ধৈর্য, মেধা, সততায়ই উজ্জ্বল হবে ধাম।
প্রথম দিনের কষ্টগুলো একদিন দেবে ফল,
আইনজীবীর জয়ের পথে ফুটবে সোনার দল।

বিজ্ঞাপন

প্লাইউড জগতের একটি বিশ্বস্ত নাম আশিক প্লাই আমাদের উৎপাদিত ক্যালিব্রেট টু টাইম হট প্রেস গর্জন প্লাই ডেকোরেটিভ ন্যাচারাল বার্মাটিক ক্রাউন টিক ওয়াটার রেসিস্টেন্স মেরিন সাটারিং প্লাইইউড

Arif Uddin
Proprietor

ASHIQ Ply
Believe on Quality

1. 100% High Quality
2. Powder Free & Hot Pressed
3. Borer Free & Anti Warp
4. Latest Technology
5. Moisture & Termite Resistant
6. Chemically Treated
7. Environment Friendly

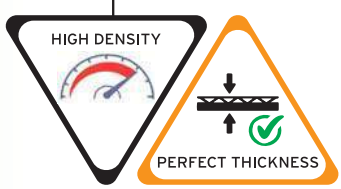

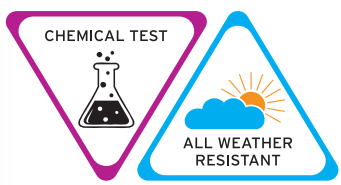

ASHIQ PLYWOOD & DOOR INDUSTRIES

FACTORY:
Jalakandi, Gopaldi Araihazar,
Narayangonj.

CORPORATE OFFICE:
Rahmania International Complex
28/1/C, Toyenbee Circular Road,
Motijheel, Dhaka-1000

E-mail : arifuddin7764@gmail.com
Cell : 01812-434771

সোনালী ব্যাংক
সিএমএসএমই ঋণ
ব্যবসায় আনে নতুন দিন
আমাদের সিএমএসএমই ঋনের খাতসমূহ
সিএমএসএমই ঋণ
নারী উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ঋণ
ক্লাস্টার ঋণ
নতুন উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম
ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম
নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃ অর্থায়ন স্কিম ৫% হারে (১% প্রণোদনা সুবিধাসহ)
গ্রীণ ফাইন্যান্সিং/পরিবেশ বান্ধব ঋণ
কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ঋণ
সেবা
নারী উদ্যোক্তা
উৎপাদনশীল
ব্যবসা
নতুন উদ্যোক্তা
শিল্প, সেবা ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপ-খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে সোনালী ব্যাংক আপনার পাশে
১৮০ টির অধিক শিল্প পণ্যে সিএমএসএমই ঋণ প্রদান করা হয়
সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
24
16639
+8809610016639

M/S. KHAWAJA TIMBER & SAW MILL
M/S. NR TIMBER TRADERS

ALL KIND OF WOOD WHOLE SELLER,
RETAILER & SUPPLIERS

01842109222, 01810015040

nrtimber11@gmail.com

17 No, Ultingonj Farashganj,
Sutrapur Dhaka 1100

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নোয়াখালী-৩৮১৪, ফোন: ৩৩৪৪৯৬৫২২, ফ্যাক্স: ৩৩৪৪৯৬৫২৩

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসমাইল, পিএইচডি
উপাচার্য

অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হক, পিএইচডি
উপ-উপাচার্য

অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ, পিএইচডি
কোষাধ্যক্ষ

THE World University Rankings 2026
National Rank : 12th
Research Quality Rank : 722nd
Global Rank : (1201-1500)th

THE Interdisciplinary Science Rankings 2026
National Rank : 7th
Global Rank : (501-600)th

THE Physical Sciences University Rankings 2026
National Rank : 3rd
Global Rank : (601-800)th

THE Life Sciences University Rankings 2026
National Rank : 8th
Global Rank : (801-1000)th

*THE: Times Higher Education

ফ্যাকাল্টিসমূহ

১) ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি
২) ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স
৩) ফ্যাকাল্টি অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্স
৪) ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ
৫) ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্স
৬) ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন সায়েন্স
৭) ফ্যাকাল্টি অব ল'

ডিপার্টমেন্টসমূহ

১) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ২) এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩) ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৪) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৫) এপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স ৬) পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৭) পরিসংখ্যান ৮) ওশানোগ্রাফি ৯) রসায়ন ১০) পদার্থবিজ্ঞান ১১) ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স ১২) ফার্মেসী ১৩) মাইক্রোবায়োলজি ১৪) ফুড টেকনোলজি এন্ড নিউট্রিশন সায়েন্স ১৫) বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ১৬) এগ্রিকালচার ১৭) বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি ১৮) প্রাণিবিদ্যা ১৯) মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান ২০) ইংরেজি ২১) অর্থনীতি ২২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২৩) সমাজবিজ্ঞান ২৪) বাংলা ২৫) সমাজকর্ম ২৬) ব্যবসায় প্রশাসন ২৭) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ২৮) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ২৯) শিক্ষা ৩০) শিক্ষা প্রশাসন ৩১) আইন

ইনস্টিটিউটসমূহ

১। ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন সায়েন্সেস (আইআইএস)
২। ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি)

অনার্স: ৩১টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউটে অনার্স চালু রয়েছে।
মাস্টার্স: ২৯টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউটে মাস্টার্স চালু রয়েছে।
এমফিল/পিএইচডি: ১২টি বিভাগে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। বিভাগগুলো হলো: ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স, ফার্মেসী, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এগ্রিকালচার, বাংলা, ব্যবসায় প্রশাসন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ।

www.nstu.ac.bd

SBAC BANK

নিরাপদ বিনিয়োগ

এসবিএসি ব্যাংক মানে গ্রাহকের প্রাপ্তি একটু বেশি

৬ বছর ৫ মাসে সঞ্চয় দ্বিগুণ

১০ বছর ২ মাসে তিনগুণ X3

24/7 16327

এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি.

www.sbacbank.com
SBAC.Bank.PLC

লীজ ফাইন্যান্স
মেয়াদী আমানত
আবাসন খাতে ঋণ
এসএমই ঋণ
আমাদের বিনিয়োগ
আপনার উন্নয়ন...
দীর্ঘ এবং স্বল্প
মেয়াদী ঋণ
PHOENIX
FINANCE
prepare to rise
ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লি.
ইউনুস সেন্টার (লেভেল-১১), ৫২-৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
mail@phoenixfinance.com.bd
www.phoenixfinance.com.bd

WeeN
LED ECO BULB
A Product of Great COMPANY
SAFETY FIRST
Great
Best Quality
বাংলাদেশের
সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে...
আপনার নিকটস্থ দোকানে যোগাযোগ করুন
Energy 90% Saving
greatledbd
GREAT
Great
COMPLETE LED SOLUTIONS
Lighting
24 MONTHS GUARANTEE
Home/office & Shop Decor
INDOOR
Street / Garden
OUTDOOR
LED LIGHT &
OTHER PRODUCTS

প্রিমিয়ার ব্যাংক
সেবাই প্রথম
প্রিয়জনদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তায়
প্রিমিয়ার ব্যাংক সুপ্রিম অ্যাকাউন্ট
Premier Bank
Supreme
ACCOUNT
স্মার্ট সেভিংসে অনন্য সুযোগ-সুবিধা
আকর্ষণীয় মুনাফার হার
পরিবারের চারজন সদস্যের জন্য মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স সুবিধা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২ জনের জন্য বলাকা লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা
অ্যাকাউন্টের বিপরীতে ৫ তারকা হোটেলে বাই ১ গেট ১ সুবিধা
অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে সহজ ঋণ সুবিধা
বিস্তারিত জানতে
Customer Care
16411
*শর্ত প্রযোজ্য
thepremierbankplc.com
ThePremierBankPLC
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র নবনির্বাচিত
নির্বাহী পরিষদের অভিষেক উপলক্ষে

অভিনন্দন
ও শুভেচ্ছা

KAFIL UDDIN CHOWDHURY
Proprietor

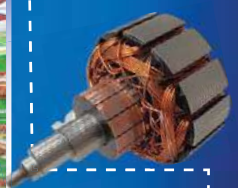

All kinds of
fan, Motor,
Elecatrical Goods
Importer,
Wholesaler & Supplier

Moslema Enterprise

Taj Market, 148 Nawabpur Road, 2.5 Tola, Sales Center: 26, Dhaka-1100
Tel: +88 01715068452, +88 01842068452
E-mail: chy.kafil.uddin@gmail.com

M/S. Yousuf Motors

Md. Yousuf Chowdhury

Motors Parts Importer & Owner

Senior Vice President

+88 01736-077428, +88 01735-246180

E-mail: mdyousufchy227@gmail.com

bKash: +88 01715-128227

87 New Eskaton Road, Home Town Auto Parts A/C Market
Shop No: 68-69 (1st Floor), Banglamotor, Dhaka-1000

All kind of Motors Parts Wholesaler & Order Suppliers

BMW · mazda · NISSAN

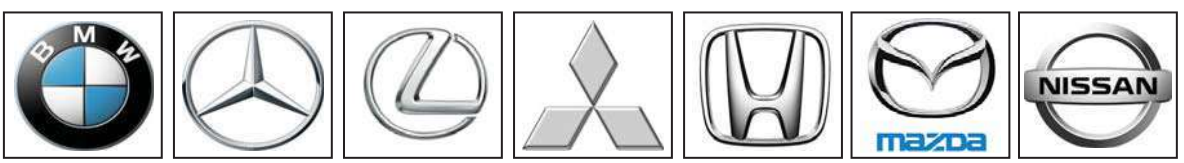

বীর মুক্তিযোদ্ধা

এ কে এম হাসমত আলী

রূপগঞ্জের গর্ব, মুক্তিযুদ্ধের সাহসী সংগঠক

এ কে এম হাসমত আলী ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিক পালন করেন। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ :

(ক) বিচক্ষণ নেতৃত্ব : স্থানীয় জনমত গঠন এবং তরুণদের স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

(খ) প্রশিক্ষণ ও আশ্রয় প্রদান : যুদ্ধের শুরুতে স্থানীয় যুবকদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদান করেন।

(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা : যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহের কাজে তদারকি করতেন।

(ঘ) স্থানীয় প্রতিরোধ : ১৯৭১ সালের বিভিন্ন সময়ে রূপগঞ্জ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি স্থানীয় কমান্ডের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর অদম্য সাহসিকতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার ফলেই ১৩ই ডিসেম্বর রূপগঞ্জ হানাদারমুক্ত হয়। রূপগঞ্জের বীর সন্তানদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

সঞ্চয়ের অভ্যাসে স্বনির্ভরতা, ভবিষ্যতে নিশ্চয়তা
আর্থিক স্বাধীনতায় নারী, সমৃদ্ধ আগামীর পথ

কন্যা-জায়া-জননীর জন্য

সুকন্যা

রূপালী মান্থলি স্কিম ফর উইমেন

শুধুমাত্র নারীদের জন্য আকর্ষণীয় মুনাফার মাসিক কিস্তিভিত্তিক সঞ্চয়ী স্কিম

স্কিমের বৈশিষ্ট্য :

- ১৮ ও তদূর্ধ্ব বছর বয়সী সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নারী এই হিসাব খুলতে পারবেন
- ০৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী নাবালিকার নামেও হিসাব খোলা যাবে
- মেয়াদ ০৪ । ০৬ । ০৮ বছর
- মুনাফার হার: ৯.০০% (০৪ বছর) । ৯.২৫% (০৬ বছর) । ৯.৫০% (০৮ বছর)
- মাসিক কিস্তি: টাঃ ৫০০ অথবা এর গুণিতক, সর্বোচ্চ টাঃ ২৫,০০০
- মাসের যেকোন দিন কিস্তি প্রদান করা যাবে
- সেটেলমেন্ট সঞ্চয়ী হিসাব হতে অটোডেবিট পদ্ধতিতে কিস্তি প্রদানের সুযোগ
- হিসাব খোলা/পরিচালন চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি
- কিস্তি জমায় ফ্রি এসএমএস এলার্ট
- মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন সুবিধা
- মূল স্থিতির বিপরীতে ঋণ সুবিধা

আজই শুরু করুন সঞ্চয়ের অভ্যাস

আপনার নিকটস্থ রূপালী ব্যাংক পিএলসির শাখায় যোগাযোগ করুন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.com.bd

KN-Harbour Consortium Ltd.

An Integrated Support Service Provider in Energy and Power Sector Projects

- Consultancy for Oil & Gas & Mineral Exploration & Production fields
- Consultancy for Power and Renewable Energy Sectors
- Offshore Logistics Services for Seismic, LNG,LEG & Geotechnical Survey job
- Custom Clearing & Forwarding services
- Transportation of Drilling rig & materials, ODC of Power plant
- Onshore Logistics and supply of Rental equipment
- Rig site preparation including rig and machinery foundation
- Camp set up for Offshore & Onshore Drilling & Seismic Crew
- Oil, Gas Power sector onshore & offshore Catering Services
- Supply of Local rig crews, foremen, technicians, workers
- Security services for onshore and offshore projects
- Medical facilities for onshore & offshore
- Fuel, Provisions and Fresh Water supply for offshore & onshore drilling operation
- Heavy and light vehicles, crane, forklift, transport for administrative support and crew change
- Supply of communication equipment and provide licenses
- Waste management and Pest control

Corporate **Office**
Concord Tower, Lavel-8, Suite-804,113, Kazi Nazrul Islam Avenue
Dhaka-1000, Bangladesh., Phone: 880-2-9350951-3,
Mobile: +8801713113439/+8801711524158, Fax: 880-2-883-7625
Email: hassan@kn-harbour.com /mushtaq@kn-harbour.com

Chittagong **Office**
Hossain Court, 2nd Floor, 75, Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh.
Phone: 031-2520809,725609, Mobile: +8801947594614
Fax: 880-31-2520808, Email: knectg@yahoo.com, knebns@bd.net

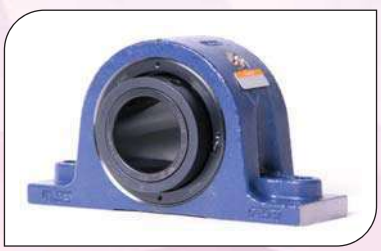

AKOTA BEARING HOUSE
একতা বিয়ারিং হাউজ
All Kinds of Bearing Importer,Selles & Suppliers
SKF
FAG
NACHi
NTN
NSK
Address:
83, Nawabpur Road, Dhaka-1100
+880-2226640217
01710-355708, 01915-512935
akotabearing@yahoo.com, akotabearing@gmail.com

ROYAL COMPOSITE TEXTILE LIMITED

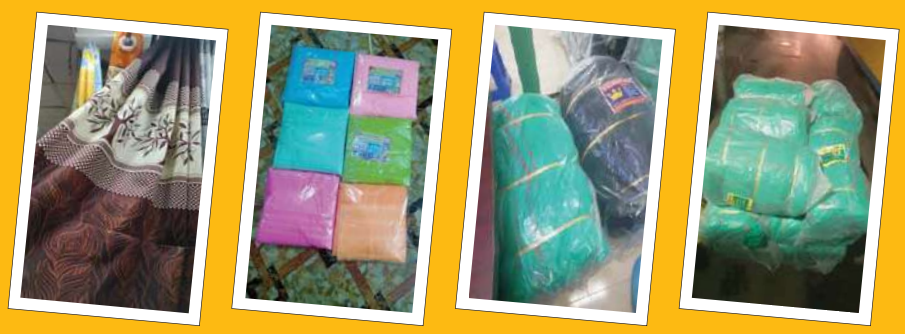

মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

Royal Composite Textile Ltd. (Managing Director)
Chowdhury Shopping Complex (Proprietor)
Royal Textile Industries (Proprietor)
Chowdhury Car House (Proprietor)
Padma Tarders (Proprietor)

Head Office:
50/1,(L-4), Inner Circular
Road Naya Paltan
Dhaka-1000.

Factory:
Aziznager, Lama, Bandarban

Mobile: 01611-050141, 01836-480125,01914-703841, E-mail: royaltex95@gmail.com

SUZUKI
ALL NEW
FRONX SUV
THRILL HAS A NEW SHAPE
SPECIAL PRICE BDT 27.75 Lakh
FRONX
EASY BANK FINANCE
EXCHANGE ANY OLD CAR OF ANY BRAND
*Limited Period Offer
*Terms and Conditions Apply
Scan to visit our website
01704 169342
01729 200822
3 YEARS WARRANTY
SUZUKI ASSURANCE
1 YEAR FREE MAINTENANCE
*Conditions Apply
10 WORKSHOPS
SERVICE NETWORK
COUNTRY WIDE
UTTARA MOTORS

MAHI ENGINEERING AUTOMOBILES LTD.
Mahi Engineering Automobiles Ltd.
An executive check-up and problem-solving workshop for motor vehicles
COMPUTERIZED 3D WHEEL ALIGNMENT AND BALANCING
DIAGNOSIS and scanning
COMPUTERIZED 3D WHEEL ALIGNMENT AND BALANCING
OUR SERVICES
COMPUTERIZED Engine Analysis & Scanning
COMPUTERIZED Wheel Alignment & Balancing
TRANSMISSION Works
ELECTRICAL WORKS
HYBRID CAR Repairing works
A/C WORKS
ALL TYPES OF Mechanical works
CAR BODY DENT Removing & painting works
Query
Plot #47-49, Road # 11& 20, Block # J, Baridhara, Dhaka, Bangladesh
Tel: 02-2228827316, Cell: 01730-051790-96, 01819-237724
E-mail: mahi_engineering@yahoo.com
info@mahiengineering.com
Web: www.mahiengineering.com
SCAN ME

দাঁতের সুরক্ষায় প্রতি ৬ মাস অন্তর ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন।

UniHealth Pharma

Further information is available from UniMed UniHealth Pharmaceuticals Limited
www.unimedunihealth.com

আমানত
শাহ
লুঙ্গি
A HERITAGE OF
COZY Comfort
www.miah.shop
@amanatshahlungi

৩ দশকের বিশ্বাসে
সবসময় আছি পাশে
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
শরীয়াহ্‌র আলোকে
সমৃদ্ধি আসুক জীবনে
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের যেকোনো ডিপোজিট স্কিমের সাথে
এগিয়ে চলি একসাথে, শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সমৃদ্ধির পথে
হজ ডিপোজিট স্কিম
চলো কা'বার পথে
আল-আরাফাহ্‌র সাথে
মুদারাবা
ক্যাশ ওয়াক্‌ফ ডিপোজিট স্কিম
মানবসেবায় সবসময়
মুদারাবা
প্রফিট বেজড টার্ম ডিপোজিট স্কিম
মুনাফা হবে শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সঞ্চয়ে
আল-ওয়াদিয়াহ্
কারেন্ট প্লাস অ্যাকাউন্ট
সমৃদ্ধি আসুক সম্পদে
শরীয়াহ্‌ভিত্তিক লেনদেনে
মুদারাবা
সেভিংস প্লাস ডিপোজিট
মাসে মাসে সর্বোচ্চ মুনাফা
সাথে দারুণ সব সুবিধা
মুদারাবা
ইয়ুথসেভার অ্যাকাউন্ট
সঞ্চয় হোক সমৃদ্ধ
আগামীর জন্য
16434
বিস্তারিত জানতে
কল বা স্ক্যান করুন
আল-আরাফাহ্
ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
aib
Al-Arafah Islami Bank PLC.

চট্টল শিখা

অভিষেক সংখ্যা

অভিষেক

২০২৬-২০২৭

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

চট্টলশিখা

অভিষেক সংখ্যা

অভিষেক

২০২৬-২০২৭

চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা

SIFANG

DONGFENG Chang tuo

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

পাওয়ার টিলার ক্রেতা ও ব্যবহারকারীগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে কম খরচে চাষাবাদে পাওয়ার টিলার একটি জনপ্রিয় কৃষিযন্ত্র হিসাবে একটি সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশের কিছু স্বনামধন্য ও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী অধিক মুনাফা লাভের জন্য গনচীনের নিম্নমানের ও অখ্যত কমদামী পাওয়ার টিলারে নামকরা ব্রান্ডের নাম , লোগো , রং এমনকি প্রস্ততকারক কোম্পানীর নাম ওলট-পালট ও বিকৃতি করে এবং ইচ্ছেমত মনগড়া বাংলা/ইংরেজী বা আমদানিকারক কোম্পানীর নাম দিয়ে আমদানি করে বাজারে বিক্রি করছে । বিক্রয়কালে নতুন মডেল, পুরাতন মডেল, ডিজিটাল ও কম্পিউটারাইজড , অরিজিনাল ইত্যাদি বলে বিক্রি করে ক্রেতার সাথে প্রতারনা করে নীজেরা লাভবান হচ্ছে ।
সুতরাং অরিজিনাল পাওয়ার টিলার ক্রয়কালে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য পাওয়ার টিলার ,ডিজেল ইঞ্জিন , কাটালগে প্রস্ততকারকের নাম, ঠিকানা, মনোগ্রাম মুদ্রিত ও খোঁদাই করাসহ বিস্তারিত ঠিকানা আছে কিনা দেখে নিন। মনে রাখবেন প্রতিষ্ঠিত ব্রান্ড সম্বলিত কোম্পানী কখনো তার নিজস্ব ব্রান্ড ছাড়া নামে বেনামে পণ্য প্রস্তুত বা বাজারজাত করেনা ।

নিম্নে গনচীনের বিখ্যাত পাওয়ার টিলার ব্রান্ডের বিবরন দেয়া হলো।

Brand	Monogram / Logo	Photo /Picture
SIFANG	SIFANG	
Manufacturer : Yongkang Tractor Factory Supplier and Exporter : Zhejiang Sifang Imp. Exp Group Co.,Ltd. China.		
Brand	**Monogram / Logo**	**Photo /Picture**
DONGFENG Chang tuo	DFAM	
Manufacturer : Changzhou Tractor Plant Supplier and Exporter: Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co.,Ltd.		

Manufacturer & Supplier

永康拖拉機廠
YONGKANG TRACTOR FACTORY
浙江四方進出口有限公司
(ZHEJIANG SIFANG IMP. & EXP. CO., LTD.)
57 Yongtuo Road, Yongkang, Zhejiang, China. Ph: 7155922, 7155477 Fax : 86-579-7155637

MANUFACTURER & SUPPLIER

东风农机集团公司(常州拖拉机厂)
CHANGZHOU DONGFENG AGRICULTURAL MACHINERY GROUP CO., LTD.
(CHANGZHOU TRACTOR PLANT.)
NO. 328 XINYE ROAD, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA
Tel : +86-519-83260303, 832609030, Fax : +86-519-83261722

CBM BUILDERS

ঢাকা, ফোন ঃ ০২৪১০৫২৮৬৬, ০২৪১০৫২৮৬৭, ০২৪১০৫২৮৬৮, ০২৪১০৫২৮৬৯, ০২৪১০৫২৮৭০, ০২৪১০৫২৮৭১, মোবাইল ঃ ০১৯২২-১১৭১১৮, ০১৯২২-১১৭১৭১, ০১৭১৩-১৪৩১৯৬, ০১৭৩০-০৩১১১২-৩,০১৯২২-১১৭১৩৮,মোবা ঃ ০১৯২২-১১৭১২০, ০১৭১৮-৫৭৭৯৯৯, চট্টগ্রাম ঃ ০১৭১৩-১৪৩১৮৯,১৯২২-১১৭১২৫ রাজশাহী ঃ ০১৯২২-১১৭১২৬, ময়মনসিংহ ঃ ০১৯২২-১১৭১৩০, ০১৭৩০-০৩১১১৪ সিরাজগঞ্জ ঃ ০৭৫১-৬৩০২৬, ০১৯২২-১১৭১১৫ ফরিদপুর ঃ ০১৭১১-০৭৩৬৬৬, ০১৯২২-১১৭১৩৫

RHCORP™ | INNOVATIVE TEXTILE SOLUTIONS

(A concern of Aziz Group)

RH Corporation is dedicated to transforming Bangladesh's textile and garment industries through the introduction of cutting-edge technologies and sustainable practices sourced from world-renowned brands across the globe. Our mission is to support local manufacturers in enhancing their production processes while prioritizing environmental responsibility.

- Innovative Technologies
- Sustainable Materials
- Training and Support
- Customer Service

M&R

CHT
SMART CHEMISTRY WITH CHARACTER

SAATI

Pierret

DELL'ORCO & VILLANI D&V 1964
Textile Recycling & Blending

CRAFTEVO®
POWER OF EVOLUTION

TECHNOplants
technologies for non woven

Tearfil
Textile Yarns

SPINNOVA®

CORPORATE OFFICE
3rd Floor, 240 Tejgaon I/A, Dhaka-1208 Bangladesh
Tel.: +880 9609006215 | Email: info@rhcorpbd.com

REGIONAL OFFICE
Aziz Court, 13th Floor, 88-90, Aagrabad C/A, Chattogram
Tel.: +880 2333323385 | Web: www.rhcorpbd.com

JK GROUP OF INDUSTRIES

Head Office

Green Orlando,
Ka-42/4 Progoti Sarani Baridhara,
Dhaka-1229, Bangladesh.
Tel : +88028419470-4
www.jkgroupbd.com

COTTON & BLENDED SPINNING | KNIT FABRICS
GARMENTS | REAL ESTATE | FISH TRAWLING | HEALTHCARE